চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ – ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ঃ ২৫ মে – ৩১ মে, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 30, 25 May - 31 May, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নারী নির্যাতন এবং জমি দখলের সুরাহা না হওয়া

অভিযোগ জমা নিতে উদ্যোগী হল সিবিআই। ধামাখালিতে অস্থায়ী শিবিরে নেওয়া হবে অভিযোগপত্র। উপস্থিত থাকবেন আধিকারিকরা, সঙ্গে সেন্ট্রাল ফোর্স।

রবিবার : খোদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আপ সাংসদ

স্বাতী মালিওয়ালকে মারধর করার অভিযোগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বৈভব কুমারকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। কেজরিওয়াল অবশ্য দাঁড়িয়েছেন বৈভবের পাশে।

সোমবার : ফুড পার্কের সৌন্দর্যায়ন থেকে মশাবাহিত রোগ

আটকাতে গাপ্পি মাছ কেনা সবেতেই আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়েছে এ রাজ্যের মৎস্য উন্নয়ন নিগমে। অডিট রিপোর্ট বলছে কেনাকাটায় মানা হয়নি বৈধ টেন্ডার প্রক্রিয়া।

মঙ্গলবার : মমতার সাধু মন্তব্যের পর জলপাইগুড়িতে হামলা হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনে। এবার শিলিগুড়ির সেবক রোডে রামকৃষ্ণ

মিশনের জমি বাড়িতে আক্রমণ করল এক দল দুষ্কৃতি।

বুধবার : অতীতের ভোট পরবর্তী হিংসার কথা মাথায় রেখে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভোট মিটে গেলে অন্ততঃ আরও ১৫দিন জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন থাকবে ৩২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বৃহস্পতিবার : ২০১২ সালের ওবিসি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী

এ রাজ্যে দেওয়া সব সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে বাম আমলের শেষ দিক ও তৃণমূল আমলে নিয়ম মেনে সংরক্ষণ তালিকা তৈরি করা হয় নি। নতুন তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার : লোকসভা ভোটের ঠিক আগে রাজনীতির চেনা ভূমি

নন্দীগ্রামে খুন হয়ে গেলেন এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত এক মহিলা। মারের আঘাতে জখম তাঁর ছেলে হাসপাতালে লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটের ময়দানে রোজ হারছে রাজনীতি

বাংলায় অশনি সংকেত

ওঙ্কার মিত্র

প্রায় ৬ হাজার বছর আগে ১৪৩০ সালে গ্রীক পলিটিকা থেকে ইংরাজি পলিটিকাল শব্দের জন্ম। এর সংজ্ঞা দিয়েছেন বহু মানুষ। প্রায় প্রত্যেকের মতেই এটি যৌথভাবে মানুষকে ভালো রাখতে কর্তৃত্ব পাওয়ার পদ্ধতি তৈরির একটি নীতি। অর্থাৎ যিনি মানুষকে ভালো রাখার দায়িত্ব পেয়েছেন সেই রাজার নীতি। তাই পলিটিক্স বা রাজনীতিতে নেতিবাচক মনোভাবের কোনও স্থান নেই। অথচ এই রাজনীতি ঘিরেই যত বিবাদ, হিংসা হয়ে চলেছে দেশে দেশে যুগে যুগে।

অবশ্য রাজার আমল বিদায় নিয়ে যখন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখন রাজার নীতি হস্তান্তরিত হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের হাতে। কিন্তু তাতেও হানাহানির অভাবে ঘটেনি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এই রাজনৈতিক হানাহানিতে লাগাম পড়াতে পারলেও পারেনি পশ্চিমবঙ্গ। চলতি ভোটে এখানে প্রতিদিন হারছে ইতিবাচক রাজনীতি আর জন্ম নিচ্ছে কুকথা, হিংসা, প্রতিহিংসা, খুন জখম। রাজনৈতিক অপবাদ সহ্য করতে না পেরে পথে নামতে হয়েছে সনাতনী সন্ন্যাসীদের। ধর্মে ধর্মে, জাতে জাতে বিবাদ লাগাতে রোজ প্রকাশ্যে চলছে উস্কানি। যা এতদিন ছিল ঘরোয়া বৈঠকে চার দেওয়ালের মধ্যে তাই এখন উঠে এসেছে মঞ্চে। আর এই ঘৃণ্য খেলায় শামিল হচ্ছে প্রশাসন নিজে। ভোটের দু'দিন আগে খুন হয়ে যাচ্ছেন গ্রামের মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে। পশ্চিমবঙ্গ যেন একটা উপদ্রুত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে শুধু বোমা, বন্দুক, বারুদের গন্ধ। আট কোটি বঙ্গবাসীকে ভোট দেওয়াতে হাজার কোম্পানি সেনা মোতায়েন করতে হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

রাজপথে নেমে সাধুদের প্রতিবাদ

কুণাল মালিক

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, 'বাঙালি হিন্দুর সামনে আজ একমাত্র পন্থা– বীরবিক্রমে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান এবং আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া।' তারই প্রতিফলন ঘটল শুক্রবার সাধু সন্যাসীদের প্রতিবাদ মিছিলে। কলকাতার বাগবাজারের মায়ের বাড়ি থেকে বঙ্গীয় সন্তদের স্বাভিমানযাত্রা শুরু হয়। এই র‍্যালি শেষ হয় স্বামী বিবেকানন্দের বাসভবনে। খালি পায়ে তপ্ত কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসীরা পা মেলান। ছিলেন কার্তিক মহারাজ, মহামণ্ডলেশ্বর, আত্মানন্দজী মহারাজ, অম্বিকা মহারাজ প্রমুখ। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর

রাজনৈতিক অপবাদের বিরুদ্ধে

মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন স্বাভিমান যাত্রায় অংশ নেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় মঠ, চৈতন্য মঠের হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী এবং তাঁদের অনুগামী সনাতনী মানুষজন। তপ্ত রাস্তায় দেখা যায় সাধু সন্ন্যাসীদের চলার জন্য অনেকেই ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেন। হর হর মহাদেব, জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কী জয়, জয় বজরংবলী, জয় শ্রীকৃষ্ণ এমনকী কার্তিক মহারাজের নামেও জয়ধ্বনী ওঠে স্বাভিমান যাত্রায়। অনেকের হাতেই ছিল প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। রাস্তার দু'ধারে বাড়ি থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে অনেকেই পুষ্প বৃষ্টি করেন। স্বাভিমান যাত্রায় অংশ নেওয়া এক সন্ন্যাসী জানান, 'সনাতন হিন্দু সমাজকে অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুরা ঘুমিয়ে থাকবে না। হিন্দু জেগে উঠেছে। আমরা হিন্দু রাষ্ট্র চাই।' আবার এই স্বাভিমান যাত্রায় উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিও শোনা যায়।

ছবি : অরুণ লোধ

এরপর পাঁচের পাতায়

৫লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল, বাংলাজুড়ে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকসভা ভোট চলাকালীন আবারও শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের মতো হাইকোর্ট পাঁচ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল। ২০১০ সালের পর গত ১৪ বছরে যে সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল বলে ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। চাকরি পড়াশোনা সহ কোনো ক্ষেত্রেই এই সমস্ত শংসাপত্র আর গ্রহণযোগ্য হবে না বলেও জানায় আদালত। তবে যারা পুরাতন শংসাপত্র দেখিয়ে চাকরিতে যুক্ত আছেন তাদের ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে তৎকালীন বাম সরকার অনগ্রশ্রেণীর নিচেও অনেক মানুষ রয়েছে বলে মনে করে ওবিসি শংসাপত্র চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় ব্যাকওয়ার্ড কমিশন একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসরশ্রেণী তৈরি করেছিল তৎকালীন বাম সরকার। ওই শ্রেণীর নাম দেওয়া হয় ওবিসি–এ। এই বাছাই পর্বকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথম মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। মামলা করেন নীলমাধব কর্মকার। সেই মামলা বিচারাধীন অবস্থায় থাকার সময় ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। অভিযোগ, নতুন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে ওই শ্রেণী সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট ছাড়াই একটি তালিকা তৈরি করে এবং আইন প্রণয়ন করে। যার ভিত্তিতে ২০১১ সালে ফের মামলা করেন অমল চন্দ্র দাস। মামলায় অবিলম্বে ওই আইন খারিজ করার আর্জি জানান এরপর পাঁচের পাতায়

নেই রাজ্যের শিকার শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া : গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বিগত ২বছর আগে শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হয়। পঠন – পাঠনও চালু হয়। এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ, চিকিৎসা পরিষেবা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায় না। রোগী এলেই তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নেই। নেই নেফ্রোলজি, ইউরোলজিস্ট। নেই নিউরোলজিস্ট। অভাব ও আছে সাধারণ চিকিৎসা পরিষেবার ও। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। উলুবেড়িয়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নীত হওয়ার পর মানুষ উন্নত ও আধুনিক মানের চিকিৎসা এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার অগ্রগতির পথে বাধা শিল্পে অদূরদর্শীতা

এগিয়ে বাংলা / ৩

ভোটের আবহে বাংলা নিয়ে পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রচারের অন্ত নেই। গলা ফাটাচ্ছেন শাসক থেকে বিরোধী নেতারা। সত্যিই কি বাংলা এগিয়ে চলেছে। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

ম্যানিফেস্টোর দশম পাতায় একটি সারণীর মাধ্যমে ১৯৭৫–৭৬ সাল থেকে ২০০৮–২০০৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের ক্রমাগত অবনয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ১৯৭৫–৭৬ সালে যেখানে রাজ্যের আভ্যন্তরীন উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের অবদান ছিল ১৯ শতাংশ সেটা ২০০৮–০৯ সালে কমে দাঁড়ায় ৭.৪ শতাংশে। অতি সম্প্রতি (৭ মে, ২০২৪) রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী ফিকির এক অনুষ্ঠানে বলেন, বর্তমানে আভ্যন্তরীন উৎপাদনে এ রাজ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৮ শতাংশ। তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার থেকে জানা যায়, ১৯৭৬–৭৭সালে ভারতের মধ্যে মোট ৭.৬০ শতাংশ কলকারখানা ছিল পশ্চিমবঙ্গে। বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পবিরোধী নীতির ফলে তা ক্রমাগত কমতে কমতে ২০০৮–০৯ সালে এসে দাঁড়ায় ৪ শতাংশে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্বাধীনতার সময়ে এই রাজ্য শিল্পক্ষেত্রে সবার শীর্ষে অবস্থান করত। আচ্ছা, বর্তমানে এ রাজ্যে শিল্পের অবস্থাটা কেমন? ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক–এর (২৩ নভেম্বর, ২০২৩) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে মোট কারখানা রয়েছে ৯৬৫০টি। উত্তর প্রদেশে সেই সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ (১৬,১৮৪টি)। তামিলনাড়ুতে মোট কলকারখানা রয়েছে ৩৮,৪৩৭টি, এমনকী রাজস্থানেও আমাদের চেয়ে বেশি কলকারখানা রয়েছে (৯,৬৯৪টি)। একে একে হরিয়ানা (১১,২৫২), পাঞ্জাব (১৩,০৯২), মহারাষ্ট্র (২৫,৬১০), কর্নাটক (১৪,১৬৯), গুজরাট (২৮,৪৭৯), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৬,৯২৪)– এরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। তাহলে এরপরেও কি আমরা বলতে পারি 'এগিয়ে বাংলা'? সত্যিই কি এগিয়ে বাংলা? নির্বাচনের প্রাক্কালে (২০১১ সালে) তৃণমূল কংগ্রেস মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয় বামফ্রন্টের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রায় ৪৬,০০০ কলকারখানা খুলে দেবে। সে তা এখনও প্রতিশ্রুতিই রয়ে গিয়েছে। বরং উল্টে ২০১৬–২০২১ সালের মধ্যে পাঁচ বছরে ২১,৫২১টি বড়, মাঝারি ও ছোটো শিল্প তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে এ রাজ্য থেকে চলে গেছে। (ইটিভি ভারত, ১লা নভেম্বর ২০২১)।

রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের অবস্থাটা সংক্ষেপে একটু দেখে নেওয়া যাক। ১৯৬৬–৬৭ সালে যেখানে রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল ১৭.৩ শতাংশ, তা ক্রমশ কমে গিয়ে ২০০১–০৭ সালে দাঁড়ায় ৭.৮ শতাংশ। আর ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ২০২২ সালের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, কৃষিক্ষেত্রে রাজ্যের মোট মূল্যযুক্ত বৃদ্ধি (২০১১–১২ সালের দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে) বিগত বছরের তুলনায় বেড়ে হয়েছে ৪.০৭ শতাংশ। পুণরায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সালের ম্যানিফেস্টো (পৃ–১৬) থেকে বোঝা যায় ২০০৯–১০ সালে রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৬৮,৬৮৪ কোটি টাকা।

(ক্রমশঃ)

ভোটের মধ্যে দুর্যোগের শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : আগামী ২৫ মে রাজ্যে ষষ্ঠ দফার নির্বাচন আছে। নির্বাচন হবে কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিষ্ণুপুরে। আবহাওয়া দপ্তর আশঙ্কা করছে ওইদিন রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের জেরে প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে কয়েকটি জেলায়। ইতিমধ্যেই মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের

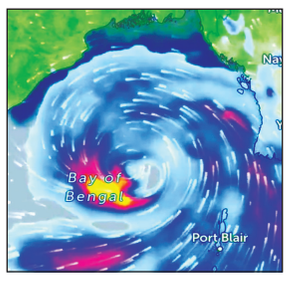

আঞ্চলিক অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, ২৬ মে ওই ঘূর্ণিঝড়টি ল্যান্ড ফল করতে পারে। তবে তার আগের দিন শনিবার বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। মনে করা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি উড়িশার বালেশ্বর থেকে বাংলাদেশের মধ্যে কোথাও আছড়ে পড়তে পারে। আবার তার গতি মুখ বদলে গিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপ কিংবা সুন্দরবনের আশেপাশে কোথাও ল্যান্ডফল করতে পারে। তবে মৌসম ভবন এখনো সরকারিভাবে জানায়নি কোথায় ঘূর্ণিঝড়টি ল্যান্ডফল করবে। শনিবার কাঁথি এবং তমলুকে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে তার সঙ্গে থাকবে বৃষ্টি। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঘাটালেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আরিজ আফতাব ইতিমধ্যেই দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কমিশন জেলার জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ইমার্জেন্সি লাইট, ত্রিপলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভোট কেন্দ্রে জল জমলে তা দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলাশাসকরা যেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রেখে কাজ করেন। রাজ্যের মুখ্য সচিব বি পি গোপালিকা আলাদা করে ছয় জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বুথ মার্কিং করেও ব্লকিং শুরু করতে হবে মাঝমাঠে

শক্তি ধর : চতুর্থ দফা থেকে শিক্ষা নিয়ে পঞ্চম ম্যাচে স্ট্রাটেজি পাল্টালো কমিশন। বুথ মার্কিং এর সঙ্গে কতৃত্ব করার চেষ্টা করল মাঝমাঠে। আগের ম্যাচগুলোতে যেখানে খেলতে দেখা গেছে রাজ্য পুলিশকে। ফলও মিলেছে হাতে নাতে। দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পঞ্চম দফার ভোটপর্ব মিটেছে শান্তিপূর্ণ ভাবে। ভোট পড়েছে ৭৩ শতাংশ।

ষষ্ঠ দফায় যে ৮টি কেন্দ্রে ভোট হবে ২০১৯–এ তার মধ্যে পাঁচটি অর্থাৎ পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দখল করেছিল বিজেপি। অন্য তিনটি কাঁথি, তমলুক এবং ঘাটাল গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে। এর মধ্যে ঝাড়গ্রামে ব্যবধান ছিল মাত্র ১১,৭৬৭ ভোটের। এবারেও এখানে জোর টক্করের সম্ভাবনা। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বাদ দিয়ে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে লড়াই সমানে সমানে হবে বলেই পর্যবেক্ষকদের ধারণা। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে আসায় সমীকরণ পাল্টে গিয়েছে কাঁথি ও তমলুকে। আদালতের ঘেরা টোপ ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে বিজেপির প্রার্থী

২০১৯ এর ভোটপ্রাপ্তি

কেন্দ্র	কংগ্রেস	বাম	বিজেপি	তৃণমূল
পুরুলিয়া	৮৪৪৭৭	৬৮৪৩৪	৬৬৮১০৭	৪৬৩৩৭৫
বাঁকুড়া	-	১০০২৮২	৬৭৫৩১৯	৫০০৯৮৬
বিষ্ণুপুর	১৭৯৩২	১০২৬১৫	৬৫৭০১৯	৫৭৮৯৭২
মেদিনীপুর	২০৮৪৫	৬২৪০৬	৬৮৭৫৮১	৫৯৬৯৯০
ঝাড়গ্রাম	২০৭৫৪	৭৫৬৮০	৬২৬৫৮৩	৬১৪৮১৬
কাঁথি	১৬৮৫১	৭৬১৮৫	৬০০২০৪	৭১১৮৭২
তমলুক	১৬০০১	১৩৬১২৯	৫৩৪২৬৮	৭২৪৪৩৩
ঘাটাল	৩২৮৩৯	৯৭০৬০	৬০৯৯৮৬	৭১৭৯৫৯

হয়ে তমলুককে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত করে দিয়েছেন প্রাক্তন বিচারক অভিজিত গাঙ্গুলি। কাঁথিতে এবার শুভেন্দুর পরিবারের ক্যারিশমা বিজেপিকে সাফল্য তুলে দেবে বলে জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি। ঘাটালেও শুরু হয়েছে জোর টক্কর। ইতিমধ্যে খুন খারাপি বাড়ছে। বিরোধীদের মিটিং মিছিলে গন্ডগোল, শুভেন্দুর বাড়িতে রাতে পুলিশ পাঠিয়ে মেদিনীপুর জুড়ে অবরোধ করার পরিকল্পনা করেছে শাসক দল। মরিয়া বিজেপিও।

ফলে এবার আরও তৎপর থাকতে হবে কমিশনকে। খেলা ধরতে হবে মাঝমাঠ থেকে যাতে সেখানে কোনও দুষ্কৃতি প্রতিপক্ষ অবাধে পাস খেলার সুযোগ না পায়। অষ্টাদশ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের ষষ্ঠ দফায় আগামী ২৫ মে শনিবার এ রাজ্যের যে ৮ টি সংসদীয় লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে, সেই কেন্দ্র গুলি হল : তমলুক(৩০), কাঁথি(৩১), ঘাটাল(৩২), ঝাড়গ্রাম(৩৩), মেদিনীপুর(৩৪), পুরুলিয়া(৩৫), বাঁকুড়া(৩৬) ও বিষ্ণুপুর(৩৭)। মোট এই ৮ টি লোকসভা কেন্দ্রে ৯ জন মহিলা প্রার্থীসহ মোট প্রার্থী রয়েছেন ৭৯ জন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ন'জন করে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন সাতজন এবং মেদিনীপুর সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ন'জন। ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৩ জন। পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন। এবং বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৩ জন আর এই জেলার বিষ্ণুপুর সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন সাতজন।

প্রার্থী পাঁচালি

বরুণ মণ্ডলের সংযোজন: এ রাজ্যের ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচনে যে ৭৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তাদের মধ্যে ৪ জন বর্তমান সাংসদ পুনরায় সংসদীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এঁরা হলেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী(বয়স : ৪১)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭ শতাংশ (+ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৯০ টাকা)। পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি দলের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো(বয়স : ৭১)। অবাক করা ঘটনা, গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ৭৪ শতাংশ(– ১৬,৫৫,৩১১ টাকা)। বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি দলের সাংসদ ডা. সুভাষ সরকার(বয়স : ৭০)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৫ শতাংশ (+২,০৭,৬৩,৬২৫ টাকা)। এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি দলের সাংসদ সৌমিত্র খান(বয়স : ৪৩)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫৬ শতাংশ (+ ২,২১,৯৮,৯৩৫ টাকা)।

ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচনে যে ৭৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন, এঁদের মধ্যে তিন জন এ রাজ্যের বর্তমান বিধায়ক প্রথমবার সংসীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এঁরা হলেন বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল(বয়স : ৫১) বর্তমানে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। গত তিন বছরে এই বিধায়িকার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ শতাংশ (+ ২৪,৬৮,৫৩৩ টাকা)। এই লোকসভা কেন্দ্রেই বর্তমান মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়িকা জুন মালিয়া (বয়স : ৫৪) তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদীয় নির্বাচনে নেমেছেন। গত তিন বছরে এই বিধায়িকার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯২ শতাংশ (+ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৩ টাকা)। এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে বর্তমান পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক উত্তম বারিক(বয়স : ৪৯) তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদীয় নির্বাচনে নেমেছেন। গত তিন বছরে এই বিধায়কের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪৭ শতাংশ (+ ১,০৬,৯৭,৩৭৩ টাকা)।

এবার আসি, পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা ৪ সাংসদের লোকসভা অধিবেশনে উপস্থিতি কেমন? এবং এরই সঙ্গে সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনে গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন সংখ্যা কার ক'টি? দেশের সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশন বসে ২৭৩ দিন। তাতে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী মাত্র ৩২ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদে বিবিধ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ১০৬ টি। পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি দলের সাংসদ এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

উত্তরবঙ্গে তেলি সমাজের সভা অনুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গ তেলি সমাজের তরফ থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান ও সভার আয়োজন করা হয়। এদিন দুপুরে চম্পসাড়ি একটি লজে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সমাজের সদস্যরা। ছিলেন অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ প্রসাদ, কার্যকরী অধ্যক্ষ কানাইয়া প্রসাদ, উপাধ্যক্ষ কালেশ্বর প্রসাদ, সচিব বিশাখা কুমার, কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সহ কোষাধ্যক্ষ রবি গুপ্তা, এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্না গুপ্তা এমআইসি। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় হিন্দি বিদ্যালয় গুলির ছাত্ররা দশম এবং বারো ক্লাসের পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র–ছাত্রীরা ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এদিন।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জ্বালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহাম্মদ বক্স গ্রামে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ওই যুবকের নাম গমেন সিংহ বয়স ২১ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় সে। এরপর বিকেল নাগাদ স্থানীয় গ্রামের কয়েকজন যুবক দেখতে পায়, ওই যুবকের দেহ গাছের মধ্যে ঝুলছে। তারা যখন ফুটবল খেলছিল সেই সময় বলটি একটি বাউন্ডারির ভেতরে এসে পড়ে যায়। বল নিতে এসে তারা দেখতে পায় এক যুবকের দেহ গাছের মধ্যে ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখবার পর, ভয় পেয়ে চিৎকার করে তারা, তাদের চিৎকার শুনে অন্যরা ছুটে এসে দেখতে পায় গ্রামের যুবক গমেন সিংহর দেহ ঝুলছে।

এরপর খবর দেওয়া হয় পরিবারের লোকেদের। ছুটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই যুবকের পরিবারের সদস্যরা। খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানায় পুলিশকে। খবর পাওয়ার পর তারা দ্রুত ছুটে এসে দেহটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: অস্বাভাবিকহারে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে সিপিএমের ৩ নম্বর এরিয়া কমিটি পথে নামল। এই প্রতিবাদ স্বরূপ সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ মিলন পল্লী বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এক স্মারক লিপি জমা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী। সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৪ মে বিদ্যুতের বিল কমানোর দাবি নিয়ে সেবক রোডের পাওয়ার হাউসে বিদ্যুৎ দপ্তরে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিশ্ব চা দিবস পালন শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ২১ মে ছিল বিশ্ব চা দিবস, ৮ থেকে ৮০ সকলের কাছেই প্রিয় চা। আনন্দে বিষাদে মানুষের কাছের বন্ধু হলো চা। এদিন শিলিগুড়ি চা ট্রেডার্সের তরফ থেকে ঐতিহ্যশালী চা দোকানগুলিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

শিলিগুড়ি চা টেডার্সের এক সদস্য জানান, গরম হোক কি ঠান্ডা চা প্রেমীদের কাছে চায়ের চাহিদা থাকবেই। হয়তো গরমের দুই কাপ কম চা পান করবেন, যেটা শীতের ক্ষেত্রে বেশি থাকে। তবে চা বারো মাস চা পিপাসুদের কাছে আকর্ষণীয়। তবে চা শ্রমিকরা দিনরাত পরিশ্রম করে চা বাগান গুলি থেকে চা পাতা তোলার কাজ করেন। পাহাড়ের গা বেয়ে বের হয়েছে প্রচুর চা বাগান, মাইলের পর মাইল হেঁটে চা শ্রমিকরা চা বাগানে চা পাতা তুলতে আসেন। চা শ্রমিকরা কি ভালো রয়েছেন এ প্রশ্ন কিন্তু রয়ে যায়? তারা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন সে অর্থ দিয়ে তাদের সংসার কিন্তু ঠিকমতো চলে না। অভাব তাদের নিত্য সঙ্গী, তারপরও তারা সব রকম প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ আবিরাম করে চলেছেন। তাই বিশ্ব চা দিবসে তাদের কুর্নিশ চা দিবস তাদের কাছে কতটা সুখ নিয়ে এসেছে তা ভাবাবার বিষয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ মে – ৩১ মে, ২০২৪

মেষ রাশি : সরকারি বা প্রশাসনিক স্তরে পদোন্নতি ও কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। ভাই–বোনের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে মানসিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে শত্রুবৃদ্ধি সত্ত্বেও সাফল্য অব্যাহত। অভিনয়, নৃত্য–গীতাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ থাকবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বজনের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন।

প্রতিকার : ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : আত্মীয় স্বজন থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্মের প্রয়োজন, পথ–চলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : বুধ গ্রহের জপ করুন।

কর্কট রাশি : সন্তানের থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। মাতৃকুল থেকে কোনো দ্রব্য উপহার পেতে পারেন। আত্মীয়ের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের যোগাযোগ আসতে পারে। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তা বিকাশ এবং মান–সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোমবার বিকলাঙ্গদের অন্ন দান করুন।

সিংহ রাশি : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে বাধা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সতকর্তার প্রয়োজন। ভাই বোনের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে আলোচনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে আয় ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৯ বার 'ওঃ ভাস্করায় নম জপ করুন'।

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি। ব্যাহত হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সঞ্চয়ে বাধা নৃত্য, গীত বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তির সুযোগ আসতে পারে। কর্মে সাফল্যে বিলম্ব। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতিও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কাজকর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা চিন্তার কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি এবং শারীরিক পীক্ষার কারণ শয্যাগত হতে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১১ বার প্রতিদিন 'ওঁ দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চ শিক্ষা লাভ ও গবেষণামূলক কর্মে সাফল্যের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। বিলাসব্যসনে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুন সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। লটারী বা শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : শারীরিক পীড়ার দরুন স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ থেকে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। আপাতত জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সাহস ও বুদ্ধির সাহায্য যে কোনো পরিস্থিতির সামাল দিতে পারবেন। আত্মীয় থেকে প্রতারণা। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : ২১ বার বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের নীতিবিরুদ্ধ কর্মের জন্য মানসিক চাপ বৃদ্ধি। সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির দরুণ গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য বা বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধির দরুণ কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধান। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকম জপ করুন।

মীন রাশি : কর্মক্ষেত্রে জটিলতা কাটিয়ে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা যে কোনো কর্মে অগ্রগতির সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সমস্ত বাধা কাটিয়ে অগ্রগতি। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্য। গুরুজনের স্বাস্থ্যের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

কাজের খবর

বিনা খরচে ইনঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পড়ে আর্মিতে চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : ভারতীয় স্থলবাহিনী বিনা খরচায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পড়িয়ে(১০+২ টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিম কোর্স–৫২) লাফটেন্যান্ট পদে চাকরি দিচ্ছে।

শুরুতে 'ক্যাডেট' হিসাবে ট্রেনিং। ৩বছর পরি মাসে ৫৬,১০০টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবেন। তারপর চতুর্থ বছরের পরীক্ষায় সফল হলে একদিকে যেমন ইনঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশের সার্টিফিকেট পাবেন।

অন্যদিকে তেমন লেফটেন্যান্ট পদে স্থায়ী চাকরি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত ছেলেরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ২০২৪সালের জে.ই.ই (মেনস) পরীক্ষা দিয়ে থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৭–২০০৫ থেকে ১–৭–২০০৮' এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫২–১৮৩ সেমি ওজন হতে হবে ৪৩–৬৮কেজি। বুকের ছাতি ৫সেমি প্রসারণ ক্ষম থাকা দরকার। এছাড়া শরীরিক সুস্থতা থাকতে হবে। মোট ৫বছরের ট্রেনিং। এর মধ্যে প্রথমে১ বছর বেসিক মিলিটারি ট্রেনিং হবে গয়ার অফিসার ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। সফল হবে ৩ বছরের প্রি–কমিশন ট্রেনিং হবে পুনের কলেজ অফ মিলিটারি ইনঞ্জিনিয়ারিংয়ে, সেকেন্দরাবাদের মিলিটারি কলেজ অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যানদড মেডিক্যাল ইনঞ্জিনির্য়াস ও মোহৌয়ের মিলিটারি কলেজ অফ টেলি কমিউনিকেশনই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে।

এরপর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশের সার্টিফিকেট পাবেন। ৩ বছরের প্রি–কমিশন ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ৫৬,১০০টাকা। ৪ বছরের ট্রেনিং শেষে 'ল্যাফটেন্যান্ট' র‍্যাঙ্কে চাকরি। তখন মূল মাইনে ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। এরপর ধাপে ধাপে ল্যাফটেন্যান্ট জেনারেল পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হতে পারে। শূন্যপদে ৯০টি। ট্রেনিং শুরু আগামী বছর জুলাইয়ে।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। উচ্চমাধ্যমিক পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের 'কল লেটার' পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহবাদ বেঙ্গালউরু ও ভোপাল আগাস্ট সেপ্টেম্বরে। মোট ৫দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়ান্টেড হবে। এরপর ৩–৫ দিনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ইন্টারভিউয়ে যাতায়াতের ভাড়া ফেরত পাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৩ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে :অনলাইনে দরখাস্থ করার পর ২ কপি অ্যাপলিকেশন প্রিন্ট করে নেবেন। এবার এই অ্যাপলিকেশন ১ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরেক কপির সঙ্গে যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত নকল আর ২০ কপির পাশপোর্ট মাপের ফটো নিয়ে প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় যেতে হবে। কোনো দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৪৫৯ জন নিয়োগ আর্মি, এয়ারফোর্স ও নেভিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ওবিমানবাহিনী ৯ মাস থেকে ২ বছর ১১ মাস ট্রেনিং দিয়ে অফিসার পদে ৪৫৯ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব বিভাগে: ইন্ডিয়ান মিলিটারি আকাডেমি, অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল আকাডেমি ও এয়ারফোর্স আকাডেমিতে। কারা কোন বিভাগের জন্য যোগ্য: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি হলে আবেদন করতে পারেন। জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৭–২০০১ থেকে ১–৭–২০০৬"এর মধ্যে। মোট ১৮ মাসের ট্রেনিং হবে জেন্টলম্যান ক্যাডেট"এ। ট্রেনিংয়ের সময় প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৭৫০ টাকা। কোনো প্রার্থী দিতে অক্ষম হলে, তখন সরকারই ওই খরচ বহন করবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। এরপর ধাপে–ধাপে কম্যান্ডার পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। ১৫৯তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের জুলাইয়ে। শূন্যপদ : ১০০টি। এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ এন.সি.সি.র সি সার্টিফিকেট পাশদের জন্য সংরক্ষিত। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (মেন ও এস.এস.সি. উইমেন নন–টেকনিক্যাল): যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (ফর মেন)এ আবেদন করতে পারেন। যে কোনো শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ অবিবাহিতা তরুণীরা অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি আবেদন করতে পারেন। জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১–২০০০ থেকে ১–১–২০০৬"এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি। ট্রেনিং হবে মাদ্রাজের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। মোট ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে জেন্টেলম্যান ক্যাডেট"এ। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ৪,৬০০ টাকা। এর মধ্যে ২,৪৫০ টাকা পরে ফেরৎ পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার পুরো বা, আংশিক খরচ দেবে। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। ৫ বছরের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি করতে হবে। এরপর পার্মানেন্ট কমিশনে চাকরির সুযোগ পেলে ধাপে– ধাপে পদোন্নতি হবে। মূল মাইনে ওপরের মতোই। শূন্যপদ: অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (মেন) ২৭৬টি। ১২২তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের অক্টোবরে। এস.এস.সি. উইমেন কোর্সে শূন্যপদ: ১৯টি। ৩৬তম এস.এস.সি. উইমেন কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের অক্টোবরে।

ন্যাভাল অ্যাকাডেমি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ২–৭–২০০১ থেকে ১–৭–২০০৬"এর মধ্যে। শুরুতে ৫ মাসের ট্রেনিং হবে গোয়ার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে, এক্সিকিউটিভ শাখার ক্যাডেট হিসাবে। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৫০০ টাকা। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার থেকে পুরো বা, আংশিক খরচ দেওয়া হবে। এরপর ক্যাডেট হিসাবে আবার আড়াই বছরের ট্রেনিং। সফল হলে নৌবাহিনীর জাহাজে ৬ মাস চাকরি। সফল হলে সাব–লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। মাইনে ওপরের মতোই। ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের জুলাইয়ে। শূন্যপদ: ৩২টি।

এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি: উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে পাশের পর যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা ২–৭– ২০০১ থেকে ১–৭–২০০৫"এর মধ্যে জন্ম–তারিখ থাকলে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি"তে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স থাকলে জন্মতারিখ হতে হবে ২–৭–১৯৯৯ থেকে ১–৭– ২০০৫"এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি, পায়ের মাপ লম্বায় অন্তত ৯৯–১২০ সেমি, থাই লম্বায় ৬৪–৮১.৫ সেমি ও বসার উচচতা ৮১.৫ সেমি থেকে ৯৬ সেমি। শুরুতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চের পাইলট হিসাবে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ২,৩৪০ টাকা। এর মধ্যে ৮৪০ টাকা পরে ফেরৎ পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার কম হলে এই খরচ সরকার থেকে দেওয়া হবে। ক্যাডেট হিসাবে ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ২১,০০০ টাকা। এছাড়া ফ্লাইং–ভাতা পাবেন। ২১৮ এফ (পি) কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের জুলাইয়ে। শূন্যপদ: ৩২টি।

এই ৫ বিভাগের ট্রেনিং নিতে হলে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় ৬/৬ ও কাছের বেলায় প্রতি চোখে N–S. ওপরের সব পদের বেলায় এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য ট্রেনিংয়ের সময় মাসে স্টাইপেন্ড পাবেন। সফল হলে মূল মাইনে ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এক্সামিনেশন (।।)–২০২৪ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা ১ সেপ্টেম্বর। পূর্ব– ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), পটনা, শিলঙ, রাঁচী, সম্বলপুর, পোর্ট ব্লেয়ার, গ্যাংটক ও আগরতলা।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই তিনটি পেপার (১) ইংরিজি, (২) জেনারেল নলেজ, (৩) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘন্টা করে। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিতে হলে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দু"টি পেপার: (১) ইংরিজি, (২) জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘন্টা করে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে। সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ (অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির বেলায় ২০০ নম্বর)। সব পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের। ইংরিজিতে থাকবে ইংরিজি গ্রামারের প্রশ্ন। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞান বিষয়ে উচ চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.৩৩ নম্বর কাটা হবে। ই–অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 11/2024–CDS–II, Dated: 15/05/2024. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://www.upsconline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করলে পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনো শাখায় নগদে দিতে পারেন কিংবা এস.বি.আই. নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন। একাধিক দরখাস্ত করবেন না। মহিলা ও তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের ফী লাগবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন আই.ডি–সহ সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

শব্দবার্তা ২৯৫

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সংবাদপ্রাপ্তি ৪। এর অপর নাম জীবন ৫। গগনাঙ্গঁ ৭। কথা বলে এমন ৯। ব্যাধ ১০। রাজার বা জমিদারের কতৃত্বাধানে জমি ১১। রুচিবিশেষ ১২। শিব, মহাদেব।

উপর–নীচ

১। ইঙ্গে সমস্ত ২। আজকের পূর্ববতী দিন ৩। পলায়ন ৪। আবহাওয়া, জলবায়ু ৬। বদল ৮। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ১০।পরিশ্রম, মেহনত ১১। প্রভু।

সমাধান : ২৯৪

পাশাপাশি : ১। আর্বিভাব ৪। দধিমঙ্গল ৫। কমসম ৭। উপকথা ৯।নাগকেশ্বর ১০। তড়পানি।

উপরনীচ : ১। আকরিক ২। বদনাম ৩। রঙ্গজীবক ৬। মহানগর ৭ উপরত ৮। থানকুনি।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

৩ বাহিনীতে ৪০৪ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : অফিসার পদে ৪০৪ জন স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে বিমানবাহিনী ৩ বছরের ট্রেনিং দিয়ে যে কোনো শাখায় উচচমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা স্থলবাহিনীর (আর্মি) জন্য আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ চমাধ্যমিক পাশরা বিমান বাহিনী (এয়ারফোর্স) , নৌবাহিনীর (নেভি) বা, ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিমে আবেদন করতে পারেন।

ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে শুধুমাত্র ছেলেরা আর আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে ছেলেমেয়েরা কাপরীক্ষামারাতে পারবেন। আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য। সব বাহিনীর ক্ষেত্রেই জন্ম–তারিখ হতে হবে ২১– ২০০৬ থেকে ১–১–২০০৯"এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি (বিমানবাহিনীর বেলায় ১৬২৫ সেমি), বয়স ও উচ্চতার অনুপাতে ৪৫ কেজি থেকে ৬৫ কেজি ওজন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় চশমা ছাড়া ৬/৬ বা, ৬/৯ (যা ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য) ও কাছের বেলায় ৫। এছাড়া লাল ও সবুজ রঙ আলাদাভাবে চেনার ক্ষমতা, স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ও সুস্বাস্থ্য দরকার। দৈহিক ত্রুটি থাকলে আবেদন করার যোগ্য নন। আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্সে ১৫৪তম আর ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ১১৬তম কোর্সের ট্রেনিং শুরু ২০২৫ সালের ২ জুলাই।

শূন্যপদ: ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে (১৫৩তম কোর্সে)– ৩৭০টি। এর মধ্যে সেনাবাহিনীতে ২০৮ (ছেলে ১৯৮, মেয়ে ১০), নৌবাহিনীতে ৪ টি (ছেলে ৩৬, মেয়ে ৬), বিমানবাহিনীর ফ্লাইং ব্রাঞ্চে ৯ টি (ছেলে ৯০, মেয়ে ২), গ্রাউন্ড ডিউটি (টেক)–এ ১৮টি (ছেলে ১৬, মেয়ে ২), গ্রাউন্ড ডিউটি (নন–টেক)–১০টি (ছেলে ৮, মেয়ে ২)।

ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে (১১৩তম কোর্সে) (১০+২ ক্যাডেট এন্ট্রি স্কিম) ৩৪টি (ছেলে ২৯, মেয়ে ৫)। এই পদের বিজ্ঞপ্তিনং: 10/2024–NDA–II, Dated: 15- 05-2024, প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এক্সামিনেশন (11), ২০ ২৪"র মাধ্যমে। প্রথমে হবে লিখিত পরীক্ষা, ১ সেপ্টেম্বর। পূর্ব–ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), শিলঙ, জোরহাট, পটনা, আগরতলা ও পোর্ট ব্লেয়ার। মোট ১ দিনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় থাকবে এই দু"টি পেপার : (১) ৩০০ নম্বরের ম্যাথমেটিক্স (কোড ০১), (২) ৬০০ নম্বরের জেনারেল এবিলিটি টেস্ট (কোড ০২)। প্রতিটি পেপারে থাকবে আড়াই ঘন্টা করে সময়। উত্তর দিতে হবে ও.এম.আর. শীটে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সফল হলে ৯০০ নম্বরের ইন্টেলিজেন্স ও পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে। এই টেস্টে থাকবে ভার্বাল ও নন–ভার্বাল প্রশ্ন। এরপর হবে গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক ও একটি বিশেষ বিষয়ে সংক্ষিপ্তবক্তৃতা। সফল হলে ৩ বছরের ট্রেনিং। প্রথম আড়াই বছর হবে পুণের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি"তে। এই ট্রেনিংয়ে সফল হলে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. বা, বি.এসসি. পাশের সার্টিফিকেট পাবেন। ই–অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষা হওয়ার ৩ সপ্তাহ আগে থেকে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়ে বসাই টে : www.upsc.gov.in দরখাস্ত করবেন অনলাইনে , ৪ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://www.upsconline.nic.in অনলাইনে দরখাস্ত করার জন্য প্রথমে পার্ট–ওয়ান ও পরে পার্ট–টু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রথমে ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। স্ক্যান করা প্রতিটি অংশ ৪০ কে.বি.র মধ্যে হতে হবে। তবে ফটো ৩ কে.বি. ও সিগনেচার ১ কে.বি.র নিচে হলে হবে না। এছাড়াও পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (মহিলা ও তপশিলীদের লাগবে না) টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনো শাখায় নগদে দিতে পারেন কিংবা এস. বি.আই. নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে বা, ভিসা/মাস্টার কার্ড / ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে দিতে পারেন, ৪ জুনের মধ্যে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আরো ৩টি লোকসভা মডেল হবে : অভিষেক

অরিজিৎ মণ্ডল : এর আগেও একাধিকবার রাজনৈতিক চর্চায় উঠে এসেছিল ডায়মন্ড মডেলের কথা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি সভাতেই এই ডায়মন্ড মডেলের উদাহরণ দেন। আর এবারে বৃহস্পতিবার দিন সংগ্রামপুর এলাকায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদারের নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত হয়ে অভিষেক জানায় আগামী দিনে মথুরাপুর জয়নগর এবং যাদবপুর এই তিনটি লোকসভায় মডেল লোকসভা হতে চলেছে। প্রত্যেকটি লোকসভা তিনি দায়িত্ব নেবেন। কোভিড,আমফান কিংবা ইয়াস যখনই সাধারণ মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পাশে থেকেছে আর যা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গে ডায়মন্ড মডেলের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন বারে বারে। এবারে ডায়মন্ড হারবারের পাশাপাশি আরও তিনটি লোকসভা ডায়মন্ড মডেল হতে চলেছ। অন্যদিকে এদিনের জনসভা থেকে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে চার লক্ষ ভোটে জেতার পাশাপাশি মথুরাপুর থেকে তিন লক্ষ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী জিতবে, এমনটাই জানান তিনি। এ দিনের সবার থেকে বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে তিনি জানান উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে বিজেপি তার সামনাসামনি বসুক, রিপোর্ট কার্ড পেশ হোক। কে কি কাজ করেছে বোঝা যাবে। তিনি জানান, চার তারিখের পর বিজেপির আর ক্ষমতায় থাকবে না। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রসঙ্গে তিনি জানান, যতদিন প্রাণ রয়েছে বিজেপি চেষ্টা করলেও লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে পারবে না। অন্যদিকে সিএএ, এনআরসি নিয়েও সুর চড়ান অভিষেক। সদ্য হাইকোর্ট ২০১০ সালের পর সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। তা নিয়ে সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন অভিষেক।

বঙ্গে বিজেপি এলে ৩ হাজার টাকার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়া হবে: হিমন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ২১ মে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বিশালাক্ষীতলার চৌরাস্তার মোড়ের পার্শ্ববর্তী ময়দানে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার হিমন্ত বিশ্বশর্মা। দুদিনের মধ্যে এই সভা আয়োজন করার ক্ষেত্রে বিজেপিকে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও এদিনের সভায় লোকসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। হিমন্ত বিশ্বশর্মা এদিন বলেন, অভিজিৎ দাসকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি, এবার তিনি এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হবেন। গোটা দেশে হিন্দু জেগে উঠেছে। নরেন্দ্র মোদী কথা দিয়েছিলেন যথাস্থানে রামমন্দির হবে তা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদিকে ৪০০ সিট উপহার দিন, আগামী দিনে মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি এবং বেনারসে জ্ঞানব্যাপী মন্দির তৈরি হবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আবার যুক্ত হবে। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে জানতাম বাংলা শাসন করে মমতা এবং অভিষেক। কিন্তু এখন জানলাম বাংলা শাসন করে শাহজাহান এবং শওকাত মোল্লা। মমতাদিকে অনুরোধ করবো ২৪ ঘন্টার জন্য শাহজাহানকে আমাদের দিন আমরা তার ট্রিটমেন্ট করে দেব। আসামে এরকম ট্রিটমেন্ট প্রতিমুহূর্তেই হচ্ছে।। সন্দেশখালির মা কাঁদছে কেন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি বুঝতে পারছেন না। এখন সবাইকে ছেড়ে দিয়ে মমতাদি সাধু-সন্তদের ধমকাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, ভারত সেবাশ্রমের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন। কই ইমামদের বিরুদ্ধে তো ধমকান না। লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প প্রসঙ্গে বলেন, আসামে প্রথম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শুরু হয় ৫০০ টাকা দিয়ে। পরে বাংলায় হয়েছে। এখন আসাম, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়ে ১২৫০ টাকা করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হয়। আমরা কখনোই বলছি না যে বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেব। আমরা বলছি বঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩ হাজার টাকা করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়া হবে। আসামে হাই সেকেন্ডারির ছাত্রীদের স্কুটি দেওয়া হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে ছাত্রীদের বিনামূল্যে হোস্টেল এবং মাসিক গাড়ি ভাড়া হিসাবে প্রতিবছর ২৫ হাজার টাকা করে ব্যাংক একাউন্টে দেওয়া হয়। মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর বাড়িতে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যায়। ওই টাকায় মানুষের রক্ত ঘাম জমি বিক্রির টাকা মিশে আছে। এখন অনেকের সেই টাকাও গেল এবং চাকরিও গেল। তিনি বলেন যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ভারতে ততদিন হিন্দুরা থাকবে। শেষে অভিজিৎ দাসকে ডেকে হাত তুলে সকলের কাছে তার হয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। **ছবি : অরুণ লোধ**

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চাষের জমি নিয়ে গ্রামে গ্রামে অশান্তি

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

অশান্তি। অশান্তির আগুণে সারা দেশ পুড়ছে। সরকারী প্রচার যন্ত্রের নিরবতার সুযোগে এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির দ্বারা গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কৃষিজমির মালিক ও চাষীদের মধ্যে বিরোধ সুরু হয়েছে। সরকারী আইনে বলা আছে সাত একর পর্য্যন্ত জমির মালিক ইচ্ছা করলে তার জমি নিজে চাষ আবাদে যে কোন সময় করতে পারেন। কিন্তু অপ্রচারের ঠেলায় ছোট ছোট কৃষি জমির মালিকরা ভীত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা জমি একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে। শেষ সম্বলটুকু চলে গেলে তাঁদের পথে বসা ছাড়া আর উপায় নেই। অপরদিকে ঐ সব জমি যাঁরা চাষ আবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রচার চালানো হচ্ছে–‘‘জমি ছেড়ো না। জমির মালিক তোমরা হবে।’’ এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যোমে যে শান্তিশৃঙ্খলা গ্রামাঞ্চলে বজায় ছিল তা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। থানা পুলিশ, মামলা ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। নিঃস্ব মানুষ আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। অশান্তির আগুন ব্যাপকভাবে জ্বলে উঠাতে উৎপাদন গুরুতর ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করছি। জেলা শাষক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অনুরোধ করছি অবিলম্বে ব্লক অফিস মারফৎ সরকারী নীতির সঠিক ব্যখ্যার প্রচার অভিযান চালানো হোক।

৮ম বর্ষ, ২৫মে ১৯৭৪, শনিবার, ২৬শ সংখ্যা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

ক্রাইম ডেস্ক

প্রতিবাদী বধূকে মারধর থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রতিবাদী এক বধূকে মারধর করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে।বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের পূর্ব বয়ারসিং গ্রামে। গুরুতর জখম হয়েছেন সালমা লস্কর। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,‘বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা সালমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছিল প্রতিবেশী আজমীরা সেখ ও রিজিয়া বিবি।সেই সময় কেন গালিগালাজ করা হচ্ছে জানতে চেয়ে প্রতিবাদ করেন সালমা। প্রতিবাদ করতেই ওই বধূকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই বধূ। তার বাম হাত আঘাতপ্রাপ্ত হয়।ঘটনার বিষয় জানতে পেরে অন্যান্য প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম বধূকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্যর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বধূ। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বধূ। তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।গৃহবধু সালমা জানিয়েছেন, ‘কোন কারণ ছাড়াই আজমীরা সেখ,রিজিয়া বিবি’রা প্রতিনিয়ত গালিগালাজ করতো। এমনকী রাস্তায় গেলে ঠ্যালা মেরে ফেলে দিতো।বৃহস্পতিবার রাতে গালিগালাজ করছিল। প্রতিবাদ করতেই চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে বেধড়কভাবে চড়,লাথি,ঘুঁসি মারে।এছাড়াও কাঠের বাটাম দিয়ে আমার হাতে মারে।রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যাই।ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।’

পাথরপ্রতিমায় দুই বোনের খুনে গ্রেপ্তার ভগ্নিপতি ও ভাইপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় দুই বোনের রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন। মৃতাদের ভগ্নিপতি এবং ভাইপো। সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে খুন বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। মৃতাদের ভগ্নিপতি মণিরথ আড়িকে আটক করে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। শুক্রবার রাতভর টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার সকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ ওই দুই মহিলার ভাইপো সুব্রত প্রামাণিককেও গ্রেপ্তার করে। যদিও মৃতাদের ভাইপো ধৃত সুব্রত প্রামাণিকের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে কেউ ফাঁসিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই দুই তরুণী ছিল অবিবাহিত। তাঁদের পৈতৃক জমিজমা ছিল। তাতেই চাষবাস করে জীবনধারণ করতেন। সম্ভবত সেই সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি ছিল পরিবারের মধ্যে। আর তার জেরে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে ভগ্নিপতি দুই শ্যালিকাকে খুনের পরিকল্পনা করেন বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুদাসপুর এলাকায় থাকতেন ৪৫ বছরের বাসন্তী প্রামাণিক এবং ৫৫ বছরের বিশা প্রামানিক। পরিবারের আর কেউ না থাকার কারণে এই দুই বোন বাড়িতে একাই থাকতেন বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর। গত শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে দুই বোনের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় এলাকাবাসীদের।খোঁজ নিতে বাড়িতে যেতেই প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে এই হাড়হিম করা নৃশংস খুনের ঘটনা। বাড়ির বারান্দায় পড়ে রয়েছে দুই বোনের খন্ড বিখন্ড দেহ ,রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা এলাকা। তৎক্ষনাৎ খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দুটি দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে। আর সেই তদন্তের সূএ ধরে পুলিশ মৃতাদের ভগ্নিপতিকে আটক করে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে গ্রেপ্তার করে। আর সেই সূত্র ধরে মৃতাদের এক ভাইপোকেও গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রবিবার আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ‘ববির’ গ্যারান্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : সপ্তম দফায় নির্বাচন আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লড়ছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। তিনি এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, গোটা ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি তো আছেই। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ‘ববি’ অর্থাৎ অভিজিৎ দাস কিছু গ্যারান্টি দিচ্ছেন। সেগুলো হলো, ভাইপো ভাইরাসকে হটানোর পর সন্ত্রাসমুক্ত ডায়মন্ড হারবার গড়ে তোলা, যাতে সমস্ত মানুষ জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। জোকা থেকে ডায়মন্ডহারবার অবধি মেট্রো রেল সম্প্রসারণ করা। যার ফলে ডায়মন্ড হারবারের মানুষের জীবনে আসবে গতি হবে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। ডায়মন্ড হারবার জাতীয় সড়ককে ছয় লেনের করা হবে। যার ফলে বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানা নিয়ে এসে শিল্পের পরিবেশ গড়ে তুলে লক্ষাধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ডায়মন্ড হারবারে ‘এইমস’ হবে যাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাউকে দিল্লি মুম্বাই ভেলোরে চিকিৎসার জন্য যেতে না হয়। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে যাতে এলাকার ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হবে না। ফিশিং হাব তৈরি করে মাছ এক্সপোর্ট এর মাধ্যমে মৎস্য চাষিরা উপকৃত হবেন। একাধিক টুরিস্ট স্পট তৈরি করে কয়েক হাজার কর্মসংস্থান করা হবে। এছাড়া আরো নতুন নতুন প্রজেক্ট এর পরিকল্পনা করা হবে। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই বন্ধ কলকারখানাগুলোকে যাতে খোলা যায় তার প্রক্রিয়া শুরু হবে। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কোন কর্মসংস্থান হয়নি বিগত কয়েক বছরে। তাদের কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই কেন্দ্রে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি পরিবহন ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ১১,লড়াই ত্রিমুখী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১জুন। এবার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিজেপি’র অশোক কান্ডারী,তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মণ্ডল,বহুজন সমাজবাদী পার্টির শঙ্করদেব মণ্ডল, মূলনিবাসী পার্টি অফ ইন্ডিয়ার জুড়ান পান্ডে,এসইউসিআইয়ের নিরাঞ্জন নস্কর,আইএসএয়ের মেঘনাথ হালদার,আরএসপি’র সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছাড়াও নির্দল প্রার্থী রয়েছেন প্রতিমা মণ্ডল,মিলন নস্কর,সিন্ধুপদ বৈরাগী,সুজন সরদার।

উল্লেখ্য জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে গোসাবা,বাসন্তী,ক্যানিং পূর্ব,ক্যানিং পশ্চিম, জয়নগর, কুলতলি ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা।বিগত দুটি লোকসভা নির্বাচনে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মণ্ডল জয়লাভ করেছিলেন। বর্তমানে ৭টি বিধানসভাও তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে এমনকী জেলাপরিষদও। সেই কারণে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে হ্যাট্রিকের মুখে দাঁড়িয়ে তৃণমূল প্রার্থী।যদিও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ২০২৪ জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে ১১ জন প্রার্থী লড়াইয়ের ময়দানে থাকলেও মূল লড়াইটা হবে ত্রিমুখী। অর্থাৎ তৃণমূল,বিজেপি ও আইএসএফের মধ্যে।

বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত হলেও গত লোকসভা নির্বাচনে জয়ের মার্জিন(৩১৬৭৭৫)ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ।এছাড়াও বর্তমানে বিজেপি ও আইএসএফ জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে ভালো পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। আবার এই লোকসভা কেন্দ্রে আইএসএফ যদি ভালো পরিমাণ সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের আয়ত্বে আনতে পারে তবে সেক্ষেত্রে আবার সুবিধা পাবে বিজেপি।কারণ সংখ্যালঘু ভোট বড় ফ্যাক্টর।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ‘বর্তমানে সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক দল বিজেপিকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। ফলে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল ৪ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবেন এটা নিশ্চিত। ’ বিজেপি’র দাবি ‘রাজ্যের শাসকদল যে ভাবে শিক্ষা, খাদ্য, বালি, মাটি, আবাস যোজনা,১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি করেছে, তাতে করে সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। ফলে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সামান্য মার্জিনে হলেও বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারীর জয় নিশ্চিত।’

অন্যদিকে, আইএসএফের দাবি, ‘আমরা প্রতিবাদী দল,সাধারণ মানুষের উন্নয়ণে আমরা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে গিয়েছি। আশাকরি জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী মেঘনাথ হালদার ভালো ফল করবেন।’

উল্লেখ্য, প্রতিটি রাজনৈতিক দল একে অপরকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। ফলে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবে? তা অবশ্য ত্রিমুখী লড়াইয়ের পর অপেক্ষা করতে হবে আগামী ৪ জুন পর্যন্ত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪ লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু জায়গায় গন্ডগোলের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: আগামী ১ জুন শেষ দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে। কেন্দ্রগুলো হল যাদবপুর, ডায়মন্ডহারবার, জয়নগর এবং মথুরাপুর। প্রসঙ্গত এই চারটি কেন্দ্রই বিগত কয়েক বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দূর্গ হয়ে উঠেছে। ২০০৯ সালের পর থেকে একদা বাম দূর্গ ক্রমশ তৃণমূলের হাতে চলে যায়। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০১৯ সালের শেষ লোকসভা নির্বাচনেও ফলাফলে দেখা যায় তৃণমূলের পরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। সিপিএম বা বামপন্থীরা তৃতীয় স্থানে চলে গেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও দেখা যাচ্ছে সর্বত্র ত্রিমুখী লড়াই হলেও, কার্যত তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে। তবে অনেকে বলছেন এবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে সিপিআইএমের সৃজন ভট্টাচার্য। অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবার, মথুরাপুর এবং জয়নগরে লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে বিজেপি। তৃণমূল চাইছে তাদের গড় ধরে রাখতে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীরাও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের নেতাদের এনে প্রচারে যথেষ্ট ঝড় তুলেছে। বিশেষ করে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে বিজেপির অশোক পুরকায়েত। এখানে যদি কোন অঘটন ঘটে অবাক হবার কিছু নেই। এই সমস্ত লোকসভা কেন্দ্র গুলোতে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে শুরু করেছে। আশা করা যায় ২৫ মে ষষ্ঠ দফার পর পুরো কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে যাবে। তবে ভোটের দিন বেশ কিছু এলাকায় গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে এমনই সূত্র মারফত খবর। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ফলতা, ডায়মন্ডহারবার, মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ এলাকায় গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে মথুরাপুর কেন্দ্রের পঞ্চগ্রাম, মশাটহাট এলাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে স্থানীয় মানুষজন। ঢোলাহাট এবং পাথরপ্রতিমা থানার পাশের এলাকায় গন্ডগোলের আশঙ্কা আছে। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং পূর্ব, বাসন্তী, গোসাবা এলাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বারুইপুর পূর্ব এবং সোনারপুর উত্তর এলাকায় অশান্তির ঘটনা ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন জনগণ। এখন দেখার ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশ প্রশাসন কিভাবে এই সংঘর্ষের ঘটনাকে দমন করে।

জয়নগরে দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : আধুনিক সমাজের নিয়মে ৫১ বর্তী পরিবার ভেঙে ভেঙে এখন ছোটো ছোটো সংসার হয়ে গেছে।আর জন্ম দেওয়া পিতা মাতা এখন সন্তানদের কাছে বোঝার সমান। তাই তো নিজেদের সঙ্গে বাবা মা কে রাখতে অনীহা তাঁদের।আর তাই বাবা মা র ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম।আর গরিব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্যে এবারে একেবারে বিনামূল্যে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয়েছে জয়নগরে।একেবারে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে গহেরপুর প্রচেষ্টা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে জয়নগর দু’নম্বর ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোষরা ভগবানপুরে প্রায় এক বিঘা জমির উপরে গড়ে উঠেছে প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রম। গত ১২ ফেব্রুয়ারি এই বৃদ্ধাশ্রমের পথ চলা শুরু হয়। বর্তমানে সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২ জন গরিব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার জায়গা হয়েছে এই বৃদ্ধাশ্রমে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বৃদ্ধাশ্রমে তাদেরকে রাখা হয়েছে। নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে বিনোদনের জন্য টিভির ব্যবস্থা, পুজো অর্চনা করার জন্য ঠাকুর ঘর সহ একাধিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জন্য এই বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধ বৃদ্ধরা নিজেদের মধ্যে একটা পরিবার তৈরি করে ফেলেছে। তাঁরা তাদের পরিবার থেকে হারিয়ে ও নতুন পরিবার তৈরি করে খুব ভালো আছে বলেই জানান। এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রমের সম্পাদিকা তাপসি দাস জানালেন,‘আমরা চাই সমাজে অবহেলিত দু:স্থ অসহায় বয়স্কদের এই বৃদ্ধাশ্রমে এনে তাদের দেখভাল করতে। তাদের পাশে থাকতে মানুষ হিসেবে’। আমরা চাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা আশে পাশের এলাকা থেকে এরকম মানুষের সন্ধান পেলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।আমরা তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রমের পরিবারের সদস্য করে নেব।

হাওড়ার ভোটে মহিলা ক্ষমতায়নের নিদর্শন

প্রিয়ম গুহ : হাওড়ায় ভোট পড়েছে ৭০শতাংশের কাছাকাছি। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হয়েছে। মানুষের স্বতস্ফূর্ত ভোটদানের প্রবনতা গণতন্ত্রের এই উৎসবে এক আশাজনক চিত্র। ওয়াট্কনস্ লেনের সংখ্যালঘু এলাকায় ভোটদানের চিত্র বেশ আশাব্যঞ্জক। মহিলারাও গরম উপেক্ষা করে সুদীর্ঘ লাইন দিয়ে গণতান্ত্রীক অধিকার প্রয়োগ করেছে। ওই এলাকারই ২১৩নং বুথে ভি ভি প্যাড নিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগের সূচনা হয়। তা নিয়ে প্রিসাইডিং অফিসার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে কথা কাটাকাটির মাধ্যমে বচসার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপর অবশ্য কিছুক্ষন পরে সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়ে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেইসময় সকলেই গণতান্ত্রীক অধিকার প্রতিফলন করবার জন্য ধৈয্য ধরে দাড়িয়ে থাকে।

উত্তর হাওড়ার তেন্দালবাগান গুরুনানক বিদ্যালয়ে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বুথে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ লক্ষ্য করা গেল। আগে ভোট সংগ্রহ করবার জন্য মহিলাদের পাঠানো হতো না, কিন্তু এখন ভারতবর্ষের সার্বিক অগ্রগতি মহিলাদেরকেও ভোট সংগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। উচ্চপদস্থ নির্বাচন আধিকারীকদের থেকে জানা গেল মহিলারা খুবই দায়িত্বশীল ভাবে দক্ষতার সাথে ভোট পরিচালনা করছে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনীর মুখে কিছু ভীতিশুলভ মন্তব্য শোনা গেল। তাদের কথায় মহিলা পরিচালিত বুথে কিছু অসুবিধা আছে। যেহুতু পুরুষ কেন্দ্রীয় বাহিনী তাই এই ভয় বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এর কারণ হিসেবে তারা মনে করছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর বিভিন্ন অন্যায় আরোপ লাগিয়ে তাদের সন্মানহানি করা। তবে মহিলাদের এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই সমাজের অগ্রগতির নিদর্শন।

ছবি : প্রীতম দাস

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৫ মে – ৩১ মে, ২০২৪

আপনি আচরি ধর্ম

পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের ধর্ম আছে। প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের নিজস্ব নিজস্ব ধর্ম বা বৈশিষ্ট আছে। জীব বিজ্ঞানীরা সেই সব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন।

রাজনীতিকদেরও এক বিশেষ ধর্ম থাকে। সেই ধর্মকে নিন্দুকেরা মাঝে মধ্যে অধর্মও বলে থাকেন। সাম্প্রতিককালের কিছু সংবাদপত্রের শিরোনাম দেখলে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে লজ্জাবোধ হবে। 'মিথ্যাবাদী', 'ভাঁওতাবাজ', 'চোর', 'জোচ্চর' ইত্যাদি নানা শব্দচয়ণ এযুগের নেতা–নেত্রীরা হাজার হাজার সমর্থকদের সামনে অনায়াসে বলে চলেন। টিভি ক্যামেরার সামনে সাবলীলভাবে আকথা–কুকথা উচ্চারণ করেন। জ্যোতি বসুর আমলে এত টিভি চ্যানেল কিংবা সামাজিক মাধ্যমের রমরমা ছিল না। সে সময় বাবরিসৌধ নিয়ে উত্তাল রাজনীতি। যে সময় জ্যোতি বসুর উক্তি ছিল 'এবার সাধুরা দেশ চালাবে নাকি'। অনেকদিন পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও ইসকন সম্পর্কে মন্তব্য নিয়ে সাধু সমাজ প্রতিবাদে পথে নেমেছেন তখন সেই মন্দির–মসজিদ বিবাদ যুগের কথা মনে পড়ে যায়। সময় এগোলেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি এই বাংলায়। রবীন্দ্র–নজরুল ও নেতাজিকে আগেই পাঠ্যসূচিতে গৌণ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু নাচ, গান আর বীর গাঁথা বন্দনায় তাঁদের জীবন দর্শনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাজনীতিকদের জীবনচর্চায় এবং দলীয় আদর্শের ক্ষেত্রে এঁনাদের স্থান দেওয়া জরুরি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাধুসন্তদের পাশাপাশি রাজা সম্রাটদের আত্মত্যাগ কম নয়। রাজধর্ম ও সত্য রক্ষার জন্য রাজাহরিশচন্দ্র কিংবা সম্রাট অশোক আজও নমস্য। যদিও গণতান্ত্রিক ভারতে বাক্ স্বাধীনতার নামে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এমনকী রাষ্ট্রপতির প্রতিও অসৌজন্য কিংবা আকথা কুকথার যথাযথ বিচার হয় না। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রীর আচরণ, কথা, ব্যবহার, সৌজন্য সবটাই দলীয় কর্মীদের মধ্যে কমবেশি প্রতিফলিত হয়। দুর্ভাগ্য এ ব্যাপারে সত্তর উত্তীর্ণ গণতন্ত্রে সাবালকও খুঁজে পাওয়া ভার।

নেতানেত্রী আসবে যাবে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সময়ের ছন্দে পাল্টে যাবে। কিন্তু যে রাজধর্ম কিংবা রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে যাবে তা দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হওয়া জরুরি। ভোটের বাজারে এ বাংলায় শুধু বোমাতাণ্ডব নয়, রাজনৈতিক বর্বর হত্যার ঘটনা ক্রমশঃ বাড়ছে। আধাসেনা, পুলিশ দিয়ে গণতন্ত্রের ভোট যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করতে হয় তা কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে ভালো বিজ্ঞাপন নয়। অর্থ, মানবশ্রম ব্যয় করে দীর্ঘ এই ভোট প্রক্রিয়ার বিকল্প পথ এই ডিজিটাল ইন্ডিয়াতে খুঁজে নেওয়ার সময় এসেছে। ভোট জেতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির যে অধর্ম প্রকাশ্যে আসছে সেগুলি বন্ধ হতে পারে শুধুমাত্র আদর্শ আচরণবিধি চাপিয়ে দেওয়ার উপর নয়, আদর্শ আচরণ পালন ও অর্জনের মাধ্যমে। নইলে নির্বাচন কমিশনের নানা বিজ্ঞাপনে ভোট সর্বস্ব প্রচারেই থেকে যাবে আচরণবিধি পালনের রাস্তা, দলগুলির তৃণমূলস্তরে পৌঁছবে না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

অতঃপর চক্ষুঃ মেলে দুই লীলাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কে। লীলা বললেন, আমি আপনার স্ত্রী লীলা, এবং ইনি দ্বিতীয় লীলা, ইনিও আপনার স্ত্রী, আপনার জন্যই আমার প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই লীলাকে আমি পেয়েছি। আর এই শুভ্রকান্তি দেবী হলেন জগজ্জননী সরস্বতী। অতি সৌভাগ্যবলে ইনি আমাদের পরলোক হতে এখানে এনেছেন এবং স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন। এই কথা শুনে পদ্ম গাত্রোত্থান করে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বিনীত স্বরে দেবীকে বললেন, হে সর্বমঙ্গলদাত্রী দেবি, হে বরদাত্রি। আপনি আমায় মেধা, আয়ু, ধন দান করুন। সরস্বতী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি ধনী হও, নির্বিঘ্ন, সুখী ও দীর্ঘায়ু হও। তোমার প্রজাকুল সুখে থাকুক, লক্ষ্মীদেবীর কৃপালাভ কর। ইত্যকার আশীর্বানী উচ্চারণ ক'রে জ্ঞপ্তিদেবী অন্তর্হিত হলেন।

বশিষ্ঠ বললেন, অতঃপর লীলারানীর সবিস্তার বর্ণনায় পদ্ম পারলৌকিক ও ইহলৌকিক বৃত্তান্ত জেনে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। ক্রমে তিনি প্রযত্নশীল হয়ে সরস্বতীর অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং আরও প্রযত্নশীল হয়ে বিদেহমুক্ত হয়েছিলেন।

বশিষ্ঠ বললেন, রাম! এই কাহিনী উল্লেখের কারণ তোমার দৃশ্যদর্শনরূপ দোষের উচ্ছেদকরণ। সুতরাং তুমি জগতের অসত্যতা জেনে নিয়েছ। দৃশ্যবস্তুতে সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ ভিন্ন দৃশ্য পরিহারের অন্য কোন উপায়ই হয় না। দৃশ্যে সত্যতা বুদ্ধি থাকলে দৃশ্য ত্যাগ করা যায় না। দৃশ্যজগতে সত্যজ্ঞানই বন্ধনের মূল। জ্ঞানীগণ দৃশ্যপদার্থকে স্বরূপতঃ আকাশ বলেই জানেন। এই সমস্ত প্রপঞ্চে নিহিত আছেন গগন সদৃশ এক পরম পুরুষ। স্বয়ম্ভূ চিদাকাশ নিজেতে যে সকল বিবর্তন প্রকাশ করেন, সে সমস্ত সেই পরমাত্মার মায়াজনিত আভাস। তিনি যখন যেমন প্রযত্ন বা ঈক্ষণ করেন, তখন সেই প্রকার হন। তাঁর সৃষ্টি বিষয়ক ঈক্ষণে সৃষ্টি হয়েছে, স্থিতি বিষয়ক প্রযত্নে জগৎ অবস্থিত আছে এবং তাঁর লয় প্রযত্নে প্রলয় হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। যদিও নির্মল চিদাকাশে এই বিশ্ব আভাসিত, কিন্তু পরমার্থতঃ ব্রহ্মে বিশ্বজগৎ স্থান পায় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

মানুষকে আজ প্রকৃত পথ দেখাবে কে!

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আবার ভোট। অষ্টাদশ লোকসভা ভোট গত ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। সাত দফায় শেষ হবে ৩ জুন। এই ভোটের চর্চা কোন দিকে চলতে পারে বা মানুষের মন কোন দিকে চলতে পারে তা সব দলই নিজের মত করে যুক্তি খাড়া করে চলেছে। সবল কিংবা দুর্বল দল সকলেই এখন ভোটের ময়দানে। যদিও সবলকে বা দুর্বলকে তার বিচার কি করে হবে? যাঁরা ক্ষমতায় থাকে তাঁরা সবল বলেই দাবি করে বা এটাই মান্যতা পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও তার চিত্র সবসময়ই চলমান। কারণ গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের সব স্তম্ভের ওপর তাঁরা বসে থেকে নাকি কলকাঠি নাড়ে বা নাড়ার সাহস রাখে। কিংবা মানুষের থেকে নিজেদের ক্ষমতাবান দেখানোর প্রয়াস কখনোই হাতছাড়া করে না। এটাই বর্তমানে সারা দেশের মানুষ দেখছে, আবার বাংলার মানুষও দেখছে। অর্থাৎ কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল পরস্পরের বিরোধী দল হিসেবে দেখতে গেলে তাঁদের দলের সরকারি পদক্ষেপ ও নেতা–মন্ত্রীদের কার্যকলাপে কিংবা আচার–আচরণে কতটা পার্থক্য তা বিচার কিভাবে হবে তাঁদেরই বলতে শোনা যায়। আর একটি কথা– সরকারে বা ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁরা বলেই চলে তাঁরাই সেরা, আগের থেকে তাঁরাই একমাত্র এগিয়ে নিয়ে গেছে সমাজকে দেশকে।

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিজেপির কর্মকাণ্ডের একটুকরো চিত্র বর্ণনা করা যেতে পারে। দেশে বেকারের পরিসংখ্যানে বিজেপি সরকার সব রেকর্ড ভেঙেছে। যদিও এ কথা নতুন নয়। তবে বিরোধীদের ও পরিসংখ্যানকারীদের কুৎসা বলে বিজেপি পূর্ববর্তী সময়ে এড়িয়ে গেলেও এখন আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাই কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টাও আর এড়িয়ে যেতে পারেননি। ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট–২০২৪ রিপোর্ট তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অনুষ্ঠানে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে বেকারদের মধ্যে তিরাশি শতাংশই যুবক–যুবতী। শুধু তাই নয় বেকারত্ব কমানোর দাওয়াই নাকি সরকারের হাতে নেই বলেও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। যুবক–যুবতীর এই অবস্থার পাশাপাশি আর একটি পরিসংখ্যান আরো ভয়াবহণ্। তা হল বিশ্ব ক্ষুধা সূচক তালিকায় ভারতের স্থান ক্রমশ নিম্নমুখী যা ১২৫ টি দেশের মধ্যে ১১১ তম। এমনকী কৃষকদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক।

তাহলে উন্নত ভারতের লক্ষ্যে মোদীর স্লোগান 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ' শুধু স্লোগান ছাড়া আর কিছু নয় বলেই আজ প্রমাণ করলেন তাঁরই সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা। অধিকাংশ যুবক–যুবতী কর্মহীন, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান নিম্নগামী, অথচ ভারত আগামী ২০২৭ সালে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাবে বলে সরকারের এই আর্থিক উপদেষ্টা ব্যক্ত করেছিলেন গত বছর জুন মাসে। আগেও তিনি এই বিকাশশীল অর্থনীতির কথা ২০১৯ সালের ব্রিকস–এর সভায় বলেছিলেন। আবার গত বছর আগস্টে জোহানেসবার্গের ব্রিকস–এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের অর্থনীতি পাঁচ লক্ষ কোটি ডলার ছুঁয়ে ফেলবে।

দেশের অর্থনীতি বিকাশশীল হতে বেকারত্ব ও মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করার প্রয়োজন নেই তাহলে। কোন জাদুবলে দেশ এমন বিশ্ব বৃদ্ধির ইঞ্জিন হবে বলে তাঁরা ব্যক্ত করতে পারেন?

আরেকটি সরকারি হিসেব উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হয়েছে ১০.৫৭ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ি ঋণ মোছা হয়েছে গত পাঁচ অর্থবর্ষে। যার মধ্যে ৫.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বড় সংস্থার। সরকারের হিসেব থেকেই পরিষ্কার যে বড় সংস্থার এই বিপুল পরিমাণ ঋণ হিসেবের খাতা থেকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্য সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের জন্য তা তো নয়। তাহলে পরোক্ষে কাদের সহায়তা করা হল। বড় সংস্থার ঋণ মুছে ফেলা দেশের আর্থিক উন্নয়নের পথকে অগ্রসর করে কিনা তা নিয়ে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দল ও অর্থনীতির বিশিষ্ট মানুষজন যাই বলুক না কেন, একজন সাধারণের কাছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

আরো কয়েকটি রিপোর্ট বিজেপি সরকারের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সেগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে ইআইইউ নামক এক সংস্থার ব্যাখ্যায় ভারতের গণতন্ত্র হল ফ্লড গণতন্ত্র, ফ্রিডম হাউস নামক সংস্থার রিপোর্ট বলছে, ভারতে আংশিক মুক্ত গণতন্ত্র, আর ভি–ডেম ডেমোক্র্যাসি'র সূচক বলছে ভারতে ইলেক্টোরাল অটোক্র্যাসি চলছে। এই

৩টি পাশ্চাত্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী বিজেপি সরকারের এই সময়কালীন এ দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন বলেই মান্যতা পেয়েছে। কিন্তু বিজেপির সরকার দাবি করে এ দেশে গণতন্ত্র একেবারে প্রাণবন্ত।

এক সংস্থার সমীক্ষায় ২০২৩র প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারতের স্থান ১৬১। বিজেপি সরকারের আমলে তা ক্রমশই নিম্নমুখী হলেও তা তাঁরা মানতে রাজি নয়। আবার কোরাপশান ইনডেক্সে দেশের স্থান ৯৩। যদিও বিজেপির দাবি দুর্নীতির বিষয়ে তাঁদের জিরো টলারেন্স।

উক্ত সমস্ত সূচক কিংবা বিজেপি সরকারের আর্থিক উপদেষ্টার মন্তব্য থেকে বলতে হয় এ দেশের মানুষ কেমন আছেন? এ প্রশ্নে আর একটি রিপোর্টের প্রসঙ্গ এসে যায়। তা হল বিশ্ব হ্যাপিনেস রিপোর্ট যেখানে ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৬। এই সমস্ত পরিসংখ্যান বলে দেয় বিজেপি সরকারের কর্মকান্ড মানুষের জন্য ছিল না। সে তো নোটবন্দীকালে মানুষের চূড়ান্ত হয়রানি প্রমাণ করেছে। ৩৭০ ধারা বাতিলে কাশ্মীরের মানুষের জীবন উন্নত হয়নি।

আর একটি পরিসংখ্যান বলছে বিজেপির এই আমলে সারা দেশে একান্ত হাজার স্কুল বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মন্দির বেড়েছে প্রায় ২লক্ষ ৫০০।

তাহলে বলা যায় বিজেপি সরকারের মন্দির সংস্কৃতির জাদুতে দেশের বেকারত্ব কমেনি, মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়নি। যাঁরা বেকার, যাঁরা অভুক্ত বেকার তাঁরা কি কেউই হিন্দু নয় বলে বলা যায় কি? যদিও বেকার যুবক–যুবতীর শতাংশের পরিসংখ্যান সেই নিশ্চয়তা দেয় না। তাহলে অমৃত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাদের জন্য অমৃত, এ প্রশ্ন এমনিতেই এসে যায়।

এ রাজ্যে উন্নয়নের আর এক নাম তৃণমূল/বাদবাকি সব হবে নির্মূল। এই শ্লোগানের মহিমা নিয়ে তৃণমূলীরা প্রচার করতে পারেন, কিন্তু মানুষ বিচার করবে কি সবই তাঁদের ভুল। এ রাজ্যের উন্নয়নের যজ্ঞে যোগ্য কর্মপ্রার্থীদের পথে দিন কাটাতে হয় দিনের পর দিন। বালি, কয়লা, মাটি, নদী থেকে চাকরি সব চুরি হয়ে যায়। ছোট বড়ো নেতাদের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ। চুরির দায়ে তাঁদের তাবড় তাবড় নেতা মন্ত্রীদের জেলে থাকতে হয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে উড়িয়ে দিলেও তৃণমূল কখনও দুর্নীতি হয়নি এ কথা জোর গলায় এখনো পর্যন্ত বলতে পারেনি। আবার তাবড় তাবড় নেতাদের অনুসরণে কত নেতা এলাকার শের হয়ে উঠেছে। শের হয়ে ওঠার কাহিনী থেকেই ভোট হিংসার বাড়বাড়ন্ত। আবার এলাকায় এলাকায় ক্ষমতার ইরাজা দেওয়া যেন তার রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রমাণ হাজির করেছে। সাম্প্রতিক সন্দেশখালি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। যেখানে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারকে ছাপিয়ে গেছে বলে অনেকেই অভিহিত করেছে।

তবে তৃণমূলের গালভরা উন্নয়নে ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা অনুদান বা ভাতা যদি ঠিক রাখে সাধারণ মানুষের মাথা, তাহলে বাদবাকি সব হবে নির্মূলে নিশ্চয়। আর যদি মানুষ তোলে আওয়াজ– দান নয় দাও কাজ, তাহলে ওদের মাথায় পড়তে পারে বাজ।

উন্নয়নের মাপকাঠির বিচারে আলোচিত ইনডেক্সে শুধু বিজেপি সরকারের বিচার করা হলে, সেই ইনডেক্সে বিচার হলে তৃণমূলের স্থান বিজেপির থেকে ভালো তা বলা যাবে কি?

ইনডেক্স অনুযায়ী বিজেপি ও তৃণমূলের বিচার যাই হোক না কেন, এরা দুজনেই কিন্তু আর একদিক থেকে সমতুল্য। যে বন্ড অসংবিধানিক হিসেবে মাননীয় মুখ্য বিচারালয় রায় দিয়েছেন, সেই বন্ডের সুবিধাভোগী দুজনেই। এই বন্ডের সুবিধাভোগে বিজেপি প্রথম, তৃণমূল দ্বিতীয়, তৃতীয় কংগ্রেস। আরো অন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক দল এই সুবিধা নিয়েছে যাঁরা নির্বাচনে লড়ছেন। খবর অনুযায়ী বামপন্থী বলে পরিচিত কোন দল এই বন্ডের সুবিধা পেয়েছে বা নিয়েছে বলে উল্লেখ ছিল না। বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলিও নির্বাচনে লড়ছে। তাহলে এখানে একটা পৃথকীকরণ করলে বলা যায় যে অসংবিধানিক বন্ডের সুবিধাভোগ নিয়ে দক্ষিণপন্থী দলগুলির নির্বাচনে লড়তে হচ্ছে দেশ বাঁচাতে, গণতন্ত্র বাঁচাতে, সমাজ বাঁচাতে। একি দেশের মানুষের পক্ষে সুখকর, কিংবা দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর? এ প্রশ্নে বিজেপি ও তার সহযোগী দল বাদে সকলেই বলছে বিজেপি বিপজ্জনক। একই কথা তৃণমূল বলছে, কংগ্রেস বলছে, সিপিএম বলছে। অথচ তৃণমূল ও কংগ্রেস অসংবিধানিক বন্ডের সুবিধাভোগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল। বন্ড থেকে কম সুবিধা পেয়েছে বলে কি এই দুটি দল কম বিপজ্জনক। বিপজ্জনক বেশি না কম এই বিচারে কি মানুষকে বাছতে হবে? সিপিএম বন্ডের সুবিধা পায়নি বা নেয়নি। তাঁরা এই বন্ডের বিরুদ্ধচারণ করেছে। শুধু তাই নয় তাঁরা বন্ডের বিরুদ্ধে অন্যতম মামলাকারী ছিল। অথচ কংগ্রেস ও সিপিএম নির্বাচনে একজোট। নির্বাচন এলে জোট একটা বিষম বস্তু যেখানে আসন সমঝোতা ছাড়া আর কিছু থাকে কিনা তা কে জানে। বিজেপির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও সিপিএমের যৌথ প্রতিবাদ ছিল না, তবুও তাঁরা জোট বাঁধে। এমন জোটবাঁধা ভোটের অঙ্কের এক রাজনৈতিক সমীকরণ হতে পারে, কিন্তু সেই সমীকরণে মানুষের সমস্যার সমাধান একেবারে মুশকিল আসান নয়। একটি বামপন্থী দল যখন শুধু ভোটে জেতার আশায় আর একটি বিপরীত ধর্মী দলের সঙ্গে জোট বাঁধে যেখানে ভোট ছাড়া কিছু থাকে না, তখন মানুষের হয়ে আন্দোলন ও প্রতিবাদ সেভাবে হতে পারে না।

বিপরীতধর্মী দলের সঙ্গে কম্যুনিস্টরা জোট বাঁধতে পারে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে। বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধচারণ যদি তাই হয়, তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট যথার্থ বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু গত শতাব্দীর সত্তরের দশক দেখেছে কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী চরিত্র। কংগ্রেসের সেই ডিএনএ শুদ্ধ হয়েছে বলে সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত হয় কি করে। এমনকী কংগ্রেসের সেই চরিত্রের বিরুদ্ধচারণ করেই বাংলায় সিপিএমের উত্থানের ইতিহাস এখনো বিস্মৃতি হয়ে যায়নি।

ঠিক এই অবস্থায় মানুষের কাছে অপশন কি? হয় বিজেপি, নয় তৃণমূল, নয় কংগ্রেস–সিপিএম। এই বৃত্তে মানুষের সমস্যা কিন্তু উর্দ্ধমুখী হয়ে চলেছে। সিপিএম–র মত বামপন্থী দলের মানুষজন মানুষদের নিয়ে যদি এই বৃত্তে ঘুরেই চলতে থাকে, তাহলে মানুষের জন্য তাঁদের বিপ্লব কোন পথে হবে? কোন পথে মানুষদের পথ দেখাবে? ভোটের এই সার্বজনীন পথে মানুষ তাঁদের সার্বিক মঙ্গল পায়নি বলেই কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতাহীন, ৩৪ বছরের ক্ষমতায় থাকা সিপিএম পরাজিত হয়। আর এখন বিজেপি ও তৃণমূলের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হলেও তারা ক্ষমতাহীন নয়। তাঁদের হাতে গণতন্ত্র নামক যন্ত্র মানুষের যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনই পরিস্থিতিতে মানুষকে আজ প্রকৃত পথ দেখাবে কে!

দেশ দেশান্তরে

চিনের ব্যাপক সামরিক মহড়া

সুমন্ত ভৌমিক

তাইওয়ান ঘিরে ব্যাপক সামরিক মহড়া শুরু করেছে চিন। বৃহস্পতিবার সকালে এই মহড়া শুরু হয়। গত সোমবার তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট লাই চিং–তে শপথ নেন। শপথ গ্রহণের পর জনসাধারণের উদ্দেশে নিজের প্রথম ভাষণে লাই বলেন, তাইওয়ান একটি সার্বভৌম এবং স্বাধীন দেশ যার সার্বভৌমত্ব জনগণের মধ্যে রয়েছে। একইসঙ্গে তার সরকার তাইওয়ানের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিষয়ে কোনও ছাড় দেবে না বলেও জোর দেন তিনি। এসময় তিনি বেইজিংকে তাইওয়ানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং তাইওয়ান প্রণালী ও এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানান। আর এর পরের দিন চিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই তার এই বক্তব্যের নিন্দা করেন। এর তিন দিন পর নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করল চিন।

চিনা সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তাইওয়ানের স্বাধীনতার বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের কঠোর শাস্তি হিসেবে এই যৌথ মহড়া চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে তাইওয়ান প্রণালি, তাইওয়ানের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে মহড়া শুরু করেছে চীনের সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন থিয়েটার কমান্ড। পাশাপাশি তাইওয়ানের কিনমেন, মাতসু, উকিয়ু এবং ডঙিন দ্বীপপুঞ্জের চারপাশেও মহড়া চালায় চিন। চিনের সামরিক মুখপাত্র লিসি বলেন, তাইওয়ানের স্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড চালানোর কঠোর শাস্তি হিসেবে এই মহড়া চালানো হয়েছে। এছাড়া বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ ও উসকানির বিরুদ্ধেও কড়া সতর্কবার্তা ছিল এই মহড়া।

চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজাখস্তানে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ওয়াংকে উদ্ধৃত করে বলেছে, লাই চিং–তে এবং অন্যদের কুৎসিত কর্মকাণ্ড যারা জাতি এবং তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা লজ্জাজনক। তিনি আরও বলেন, চিনের পুনর্মিলন এবং তাইওয়ানকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনা থেকে বেইজিংকে কিছুই আটকাতে পারবে না। তাইওয়ানের স্বাধীনতা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সকলেই ইতিহাসে লজ্জার স্তম্ভে স্থান পাবে।

দুটি মামলা থেকে খালাস ইমরান খান

সহিংসতার দুটি মামলা থেকে খালাস পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার দল পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফের নেতারা। সোমবার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মুরিদ আব্বাস ও শাহজাদ খান করাচি কোম্পানি ও কোহসারে নথিভুক্ত মামলায় খালাসের রায় ঘোষণা করেন। দুই বছর আগে ইমরান খান ও তার দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ২৫ মে 'আজাদি মার্চ' বিক্ষোভের সময় সহিংসতা, দাঙ্গা, জনসেবা বাধাগ্রস্ত করা এবং আগুন বা বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে আক্রমণের অভিযোগে থানায় মামলা করা হয়েছিল। এসব মামলায় ইমরান খান ছাড়াও পিটিআইয়ের নেতা শাহ মেহমুদ কুরেশি, কাসিম সুরি, জারতাজ গুল, আলী নওয়াজ আওয়ান, ফয়সাল জাভেদ, শিরিন মাজারি, সাইফুল্লাহ নিয়াজি, আসাদ ওমর ও আওয়ামী মুসলিম লিগের চেয়ারম্যান শেখ রশিদকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

পিটিআইয়ের কৌঁসুলি নাঈম পাঞ্জোথা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেছিলেন, যিনি এ মামলা করেছেন, তিনি এর জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি নন। তাই এ মামলা টিকতে পারে না। এ ছাড়া তিনি যুক্তি দেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, এর কোন ভিডিও প্রমাণ দেখানো হয়নি।

অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে ইমরান খানকে খালাস দিতে আবেদন করা হয়। একই সঙ্গে দাবি করা হয়, এ মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কৌঁসুলি বলেন, পিটিআইয়ের নেতা ও সমর্থকেরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের গুলিতে গাছে আগুন লেগে যায়।

জয় পেলে মোদীজীর গ্যারান্টি বাস্তবায়িত হবে: শিলভদ্র

দমদম লোকসভা বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তর একান্ত সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি কল্যাণ রায়চৌধুরী

প্রশ্ন: নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত হানছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কারণে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, ইসকন নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করেছেন? এবিষয়ে আপনার কি মতামত?

শীলভদ্র: শুধু মুসলমান ভোটটা পাওয়ার জন্য মমতা বারে বারে হিন্দুত্বের উপর আঘাত করছেন। উনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা করছেন। উনি বলেন, দুর্গাপুজো নয় দুর্গোৎসব। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সাহস আছে ঈদকে ঈদোৎসব কিংবা, মহরমকে মহরমউৎসব বলার? পুজো কি কখনও উৎসব হয় নাকি? পুজো আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা। আমরা ঈশ্বরের সামনে বসে মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রোচ্চরণের মধ্য দিয়ে অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন করি। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম যারা যে কোনো আপদে–বিপদে সরকারেরেরও আগে পৌছেঁ যায় মানুষের পাশে তাদের সম্পর্কে এহেন কুরুচিকর মন্তব্য রাজ্য সরকারের একজন প্রধান হিসেবে করেন কি করে? এরকম মন্তব্য তিনি কোনো ইমামদের সম্পর্কে করতে পারবেন?

প্রশ্ন: সন্দেশখালিতে যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সে প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?

শীলভদ্র: ওটাতো তৈরি করা। তা না হলে সবাই এমন চুপচাপ হলেন কী করে? পার্থ ভৌমিক কোনো এক মিটিংয়ে বলেছেন ওখানে আন্দোলনে তৃণমূলের লোকরাও আছে। তাহলে কোনটা ঠিক? সেটা আগে ওরা ঠিক করুক।

প্রশ্ন: নির্বাচনের আর কয়েকদিন বাকি। জেতার ব্যাপারে অপনি কতটা আশাবাদী?

শীলভদ্র: একশো শতাংশ।

প্রশ্ন: দমদম লোকসভা কেন্দ্রে পানীয় জলের সমস্যা প্রকট। এছাড়া বর্ষায় বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে। বিগত কয়েকদিনে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। এ ব্যাপারে কি

বলবেন?

শীলভদ্র: গ্যারান্টি দিয়ে বলছি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কারণ মোদীজীর গ্যারান্টি সব বাড়িতে জল, এলাকার উন্নয়ন, প্রত্যেক গরিব মায়ের বাড়িতে ছাদ তৈরি করা।

প্রশ্ন: কিন্তু সেই টাকাতো আপনারা দিচ্ছেন না?

শীলভদ্র: চোরেদের হাতে টাকা দিয়ে কি হবে? চোরেদের হাতে টাকা দেবনা। বাংলা চোরমুক্ত হোক, সব পাবে।

প্রশ্ন: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে হঠাৎ করে এক হাজার টাকা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী করে নিচ্ছেন?

শীলভদ্র: ভোট কেনার জন্য পাঁচশো টাকার উপরে আরো পাঁচশো টাকা বেড়ে গেল। মা লক্ষ্মীর হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে ঘুরিয়ে তারই স্বামীর পকেট থেকে বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়ে কয়েকগুণ টাকা আদায় করে নিচ্ছেন। আর সেই এক হাজার টাকাও অনেকে পাচ্ছেন না। তবে দমদম লোকসভার মানুষ অপদার্থ সাংসদের পরিবর্তন চাইছেন।

প্রশ্ন: ভোটে জিতলে আপনার প্রথম কাজ কি?

শীলভদ্র: যে কাজগুলো হয়নি সেইগুলো সম্পন্ন করা। সবার প্রথমে শিল্পের জমিতে শিল্প তৈরির ডাক দিয়ে মাল্টি স্টোরেজ তৈরির পথ দেখালেন জ্যোতি বসু। সেই পথ অনুসরণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডানলপ ও জেসপকে সরকারিকরণ করার নাটক করে শিল্পের কফিনে পেরেক পোঁতার ব্যবস্থা করলেন। জেসপের জমিতে বাঘ–হরিণ চরার মতো জঙ্গল তৈরি হয়েছে। সমস্ত মালপত্র চুরি হয়ে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সিপিএম চিরকূট দিয়ে চাকরি চুরি করত, আর তৃণমূল চাকরিটাই চুরি করে ফেলেছে। মোদ্দা কথা আমরা চোর তাড়িয়ে ডাকাত এনেছি। সিপিএম আমলে প্রোমোটিংয়ের জন্য টাকা নিত। আর এখন তৃণমূলের কাউন্সিলাররাই স্কোয়ার ফুট হিসেবে টাকা নেয়। আর এই টাকার ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূলরাই তৃণমূলকে খুন করছে।

প্রশ্ন: আপনি একসময় তৃণমূলে ছিলেন, এখন বিজেপিতে এসেছেন, এর কারণ কি?

শীলভদ্র: চোরেদের সাথে থাকবো না বলেই বিজেপিতে এলাম। মমতা বন্দোপাধ্যায় মা হওয়ার চেয়ে পিসি হওয়াই বেশি পছন্দ করেন। এখন পিসি ভাইপো মিলে চুরি করছেন, আর মানুষ পাশ থেকে সরে যাচ্ছে। রাজ্যে বিয়াল্লিশটি দপ্তর আছে, সব দপ্তরেই দুর্নীতি। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তর স্বাস্থ্য, পুলিশ, সেখানেও দুর্নীতি। এখন তৃণমূল আর চোর দুটো শব্দই সমার্থক।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ফুটি চাষে এগিয়ে চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,সুন্দরবন : বেশ কয়েকবছর পর সুন্দরবনের বিভিন্ন জমিতে চাষ হতে দেখা গেল ফুটি নামে একটি ফলের। তবে আগেকার দিনের মানুষদের কাছে এই ফল ছিল খুব পছন্দের। যার নাম হল ফুটি। এটা সাধারণ জমিতেই চাষ হয়। ফুটি সাধারণত: বেশ বড় আকারের হয়। এটি কাঁচা ফল অবস্থায় রং থাকে সবুজ,পেকে গেলে হলুদ রঙের হয়। বেশিরভাগ এই ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলের বাইরের দিকটা দেখতে অনেকটাই কুমড়োর মতো হালকা ডোরাকাটা। খেতে তেমন মিষ্টি নয় তবে এই ধরনের ফল আগেকার দিনের মানুষরা গুড়, চিনি বা বাতাসা দিয়ে খেত।আগেকার মানুষের কাছে খুব পছন্দের খাবার ছিল এটি। কিন্তু এই ফলে তেমন লাভ না থাকায় এই চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিল সুন্দরবনের চাষিরা।তবে বর্তমানে বেশ কিছু কৃষক এগিয়ে এসেছে এই চাষে।আর তাই তো সুন্দরবনের জয়নগর, কুলতলি, রায়দীঘি,সাগর, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, মথুরাপুর সহ একাধিক এলাকায় এবার এই ধরনের ফলের চাষ হতে দেখা যাচ্ছে। এই চাষে কোনো ঝুঁকি নেই। রোগ পোকার আক্রমণ সেভাবে নেই। চিকিৎসকদের মতে, এই ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে। কারণ এই ফল কাঁচা অবস্থায় রান্না করে খাওয়া যায় তাঁর পাশাপাশি এই ফলে হজম শক্তির বৃদ্ধির পাশাপাশি মিষ্টির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীরাও এই সুস্বাদু ফল খেতে পারে। এই ফল নিয়মিত খেলে সুগার রোগীদের সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কুলতলির কয়েকজন কৃষক বলেন, আগে আমরা ছোটবেলায় এই ফলের চাষ দেখতাম। কিন্তু তখন সেভাবে লাভ না হওয়ায় এই চাষ থেকে সরে এসে অন্য বিকল্প চাষ করতো আমাদের বাবা কাকারা। যাতে মুনাফা ভালো ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি এই চাষে কোনো ঝুঁকি নেই।কোনো রোগ পোকার ঝামেলা নেই। তাঁর ওপর ভালো মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা এই চাষে এগিয়ে এসেছি। সুন্দরবনের কৃষি বিশেষজ্ঞ বলেন, এই ফল সাধারণত শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ুর সবচেয়ে উপযোগী। উর্বর দোআঁশ ও পলি মাটি এই চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হবে। প্রত্যেকটি বীজ লম্বায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট ও দু ফুট চওড়ায় সারিবদ্ধভাবে বুনতে হবে।এই চাষে খুব একটা সারের প্রয়োজন নেই। তবে ভালো ফল ও গাছের পোকারোধ করার জন্য রাসায়নিক সারের প্রয়োগ করা যেতে পারে।এই ফল জন্মানোর পর যাতে ফল পচে না যায় তাঁর জন্য জমিতে ফলের নিচে খড় বিছিয়ে দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ফল ১ কেজি, ২কেজি থেকে আড়াই কেজি পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই ফল অনেক সময় ফেটে যায় সেটা রোধ করতে গেলে পরিমাণ মতো জমিতে জল দিতে হবে।আর তাতে ফল ফাটার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

বৃষ্টির ফলে আম ও লিচুর ফলনে উপকার হবে : কৃষি বিশেষজ্ঞ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর: তীব্র তাপদহের হাত থেকে আপাতত মুক্তি মিলল বাংলার আকাশে বৃষ্টি হওয়ায়। তীব্র গরম থেকে অবশেষে মিলল স্বস্তি।এই সময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন বাগানে আম ও লিচুর ফলন হয়েছে।এবছর আমের ফলন বেশি না হলেও লিচুর ব্যাপক ফলন হয়েছে।আর পেয়ারার পাশাপাশি লিচুর জন্য বারুইপুর বিখ্যাত।এখান থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী রাজ্যের বাইরেও রপ্তানি হয় লিচু।জয়নগর ও বারুইপুর এলাকার কৃষকদের মতে এই তীব্র তাপদাহে কার্যত শেষ করে দিচ্ছিল লিচুর ফলন।এখন লিচুর ফলন তৈরি হয়ে গেছে।এখন লিচু পাড়ার সময়।আর এই বৃষ্টিতে লিচু মিষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুধুমাত্র লিচু নয়,সমানভাবে আমেরও চাষ দেখা যায় এই জেলাতে। লিচুর সঙ্গে পরিমাণে আমও চাষ হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকা যেমন জয়নগর কুলতলি বারুইপুর এই সমস্ত গ্রামীণ এলাকাতে প্রচুর পরিমাণে লিচু ও আমের ফলন দেখা যায়। এ বছর এই তীব্র গরমের জন্য আমরা দুশ্চিন্তায় পড়েছি খুব খারাপ অবস্থা হয়েছিল। আমরা গরম থেকে ফলন বাঁচাতে গাছের জলে স্প্রে করছিলাম। তবে এই বৃষ্টিতে আম ও লিচু একটু হলেও মিষ্টি এবং বাঁচার সম্ভাবনা রয়ে গেল।তবে এ বিষয়ে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শস্যসুরক্ষাবিদ তথা কৃষি বিশেষজ্ঞ ড: প্রবীর গরাই বলেন,‘তীব্র তাপদহের পরে এই বৃষ্টিতে আম ও লিচুর ফলনে উপকার হল বলে আমার মনে হয় তবে এই সময়ে আমের বোটা সহ আম পাড়তে হবে।পাড়ার পর আম উল্টো করে কিছুক্ষণ রাখতে হবে এতে আমের আটা ঝরে যাবে।আমের গায়ে কোনো দাগ লাগবে না।তবে আম কার্বাইড দিয়ে পাকানো উচিত নয়। প্রয়োজনে মাত্রা বুঝে ইথিলিন গ্যাস স্প্রে করে আম পাকানো যেতে পারে।তবে এই সময় লিচুর জলসোনা রোগ রুখতে লিচুর বাগানে বিভিন্ন দিকে নাইলনের নেট ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়। এতে গরম হাওয়া থেকে ঠেকানো যাবে ফলনকে।তবে আম ও লিচু পাড়ার ২সপ্তাহ আগে কার্বোন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ একসাঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে গাছে স্প্রে করলে ছত্রাক জনিত রোগ থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

রাজপথে নেমে সাধুদের প্রতিবাদ

প্রথম পাতার পর

স্বাভিমান যাত্রায় অংশ নেওয়া এক সনাতনী জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ধর্ম বিপন্ন। এরজন্য দায়ী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।’ এদিন একটি জিনিস সকলের চোখে পড়ে, হাজার হাজার সন্ন্যাসী ও অনুগামীরা দীর্ঘ র‍্যালি করা সত্ত্বেও কোথাও কলকাতা পুলিশকে চোখে পড়ে নি। পুলিশ না থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবেই সাধুসন্তদের স্বাভিমান যাত্রা সম্পন্ন হয়। এদিন রাজ্যের কাকদ্বীপ, শিলিগুড়ি ও পানাগড়েও সাধু সন্তদের মিছিল বের হয়। প্রসঙ্গত বছরের মাঝামাঝি লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে বাংলার সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি এমন সন্ত্রাসী গর্জন তাও আবার মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দিয়ে তামাম বঙ্গবাসী এটাকে ভালোভাবে দেখছে না। ১৮ মে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের কামারপুকুরে এক নির্বাচনী জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সংঘের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী তথা মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা কেন্দ্রের প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের (কার্তিক মহারাজ) নাম করে তাঁকে ‘দাঙ্গাবাজ’ ‘সাম্প্রদায়িক’ ‘অসাধু’ ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, এই সাধুদের সাধু মনে করি না। এরা দেশের সর্বনাশ করছেন। কে সাধু, তা কি মমতা ঠিক করে দেবেন? এত স্পর্ধা! আসানসোলের রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র ও ইসকনের ভূমিকা নিয়েও তির্যক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরপর তিনি বাংলা ও বাঙালীর সমস্ত শ্রদ্ধার কেন্দ্র গুলি সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করেন। কিছুদিন আগেই মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির ৭০ শতাংশ এর ভয় দেখিয়ে দাম্ভিক মন্তব্য করে বলেছিলেন জেলার মাত্র ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু হিন্দুকে তিনি দু ঘন্টার মধ্যে ভাগীরথীর জলে ডুবিয়ে মারবেন। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরদের মনে রাখা দরকার হিন্দুরা এদেশে ৭০ শতাংশের বেশি, তারা ক্ষিপ্ত হলে অন্যরা পালানোর পথ পাবেন তো? স্পষ্টই তিনি এই নির্বাচন চলাকালীন রাজনৈতিক সুবিধাবাদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার লক্ষ্যেই এই মন্তব্য করেছেন। অনেক বিশেষঞ্জ বলছেন রাজনীতির সার্থে ভোট ব্যাঙ্কে অটুট রাখতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এইধরনের মন্তব্য করছেন। অথচ বঙ্গীয় ইমাম পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেষকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালে তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন এ এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা। একটা কথা সবাই জানে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এবং ইসকন শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সেবা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি প্রসারে তারা সর্বদা নিয়োজিত। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে সর্ববৃহৎ ধর্মীয় গঙ্গাসাগর মেলাতেও তাদের সেবা কাজ ভোলার নয়। কার্তিক মহারাজ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি আইনি চিঠি দিয়েছেন ক্ষমা চাওয়ার জন্য চারদিনের শর্ত দিয়েছেন, তা না হলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বাংলার মানুষ ভালো চোখে দেখছে না। অন্য সম্প্রদায় বা অন্য ধর্মের যারা গুরু আছেন তারাও বিষয়টির প্রতি বিরক্ত। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উক্তির ফলে উৎসাহ পেয়েছে তারি দলের অন্যান্য জমি হাঙররা, মন্তব্যের পরই একদল দুষ্কৃতী জলপাইগুড়ি সেবক রোডে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ভবনে হামলা চালায়। সন্ন্যাসীদের হুমকি দেওয়া হয় আশ্রম না ছাড়লে তাদের প্রাণে মারা হবে। ভোটের এই রাজনীতির ঘোলা জলে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং ইসকনের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে জড়িয়ে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো অন্য তাস চালতে চাইছেন কিন্তু আপামর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে অত্যন্ত ব্যথাতুর। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও রাজনৈতিক এবং সরকারীভাবে পথে পা মেলাতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ধর্মের ত্যাগব্রতীদের। তবে সাধু সন্যাসীদের ওপর এমন আক্রমন এবং সব মঠ ও মিশনের একত্রিত হওয়া যে তাদের অনুসরণকারী এবং শিষ্যদের একত্রিত করে দেবে তা বলা বাহুল্য। ভোট বাক্সেও যে তার প্রভাব পড়বে তা নিশ্চিত।

বাংলাজুড়ে

প্রথম পাতার পর

আবেদনকারীরা। আইনজীবীরা আরো জানান, নতুন মামলায় দাবি করা হয় তৃণমূল সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ১৯৯৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার কমিশন আইনের পরিপন্থী। ফলে সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষেরা, তাই সরকার যেন ওই আইন মেনেই শংসাপত্র দেয়। গত বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট ওই মামলার চূড়ান্ত রায় দান করল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই রায়কে মানতে চাননি। তিনি বলছেন এটা বিজেপির করানো রায়, তাই তিনি আগামীদিনে সুপ্রিমকোর্টে যাবেন।

বুথ মার্কিং করেও

প্রথম পাতার পর

জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো সংসদে দীর্ঘ প্রায় দুই শত দিন মোট ১৮৯ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদে বিবিধ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ১১৮ টি। আর বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি দলের সাংসদ ডা. সুভাষ সরকার সংসদে ১০১ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মাত্র ৩৮ টি। এই জেলারই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি দলের সাংসদ সৌমিত্র খান সংসদে দু'শ দিনের অধিক দিন মোট ২১২ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদে বিবিধ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সর্বমোট ১১৬ টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় সংসদের প্রথম বা নিম্নকক্ষ লোকসভার কোনও সদস্য যদি লোকসভার অনুমতি ছাড়া সভার সকল অধিবেশন মিলিয়ে ৬০ দিন অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাঁর সদস্যপদ বাতিল বলে বিবেচিত হয়। মিমি চক্রবর্তী বা দীপক অধিকারীরা লোকসভার অনুমতি নিয়ে অনুপস্থিত থেকেছেন।

বিজেপি একটা মিথ্যাবাদী জুমলাবাজি পার্টি : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার ক্যানিংয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসভার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ‘মোদী বলছেন আমার বাবা-মা ছিল না। ঈশ্বর নাকি তাঁকে তৈরি করেছেন। বলে দিচ্ছে জগন্নাথ দেবও নাকি ওঁর ভক্ত। তাহলে আপনার মন্দির তৈরি করে দেব। তুলসি পাতা, ধূপ দিচ্ছি। খাও-দাও বসে থাকো। দেশটাকে বিক্রি করতে হবে না। হেরে যাবেন বলে হারাতঙ্ক রোগে ভুগছেন। তাই আবোল-তাবোল বকছেন মোদী।’ জনসভায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মায়েরা যত দিন বেঁচে থাকবেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন। বন্ধ হতে দেবো না।’ তিনি আরো বলেন, ‘বিজেপির মতো বড় চোর, জুমলাবাজি পার্টি আর কোথাও নেই। বিজেপি না করলে কাদা। আর বিজেপি করলে সাদা? মোদীর গ্যারান্টি ফোর টোয়েন্টি। দেশটাকে, জাতিটাকে, সংবিধানটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। যত শীঘ্রই বিজেপি সরকারকে সরানো যায়, ততই মঙ্গল। ৩৪ বছরের বাম সরকারকে যখন সরানো গিয়েছে, তখন জনগণের আশীর্বাদে বিজেপি বিদায় হবে। মেয়েরা মাটি কেটে কাজ করেছিল তাদের ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয়নি। আমরা দিয়েছি। যে পাকা বাড়ির ছবি দেখাচ্ছে তা-ও মিথ্যা। বিজেপি একটা মিথ্যাবাদীর দল। ১১ লক্ষ পাকা বাড়ি আমরা তৈরি করে দেব। বিজেপি যেটা বলে সেটা করে না প্রলোভন দেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথা বলছে। মানুষ যখন কোথাও বিচার পায় না তখন আদালতে যায়। কিন্তু এখন মানুষকেই নিজের বিচার করতে নিজেকে করতে হবে। আমরা আদালতকে অসম্মান করি না। কিন্তু কয়েক জনের রায়ের ভিত্তি নেই। কোন কোন বিচারপতি বলেন, যখন বলেন আরএসএস করতাম।’ মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, ‘সন্দেশখালির মায়ের অপমান করেছে জুমলাবাজি পার্টি। মায়েদের জাগ্রত হতে হবে। জুমলাবাজ পার্টি বিজেপিকে বিদায় করতে হবে।’ বিজেপিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিজেপি মিথ্যা কথা বলে। আর একটা পার্টি সিপিএম এবং কংগ্রেস। আমরা দিল্লিতে জোট ‘ইন্ডিয়া’তে আছি। ‘ইন্ডিয়া’ জোট ক্ষমতায় আসবেই। আমরা ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দেব। অন্যদিকে, বিজেপি সরকার ইচ্ছা করে প্ল্যান করেছে, যাতে মুসলমান ভাইয়েরা হজে চলে যায়। ভোট দিতে না পারে। বাকি ভোট যেন পড়ে। ইচ্ছা করে আপনাদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেয়। ১৫ লক্ষ ওবিসি কার্ড বাতিল করে দিল। মগের মুলুক! আমি উচ্চ আদালতে যাব। আমি রায় মানি না। লজ্জা করে না?’

জনসভার মঞ্চ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ঘূর্ণিঝড় আসতে পারে। যাঁরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যান তাঁদের বারণ করা হয়েছে সমুদ্রে যেতে। কিছু হলে প্রশাসন আছে। ক্যানিংয়ের মিটিং বিকালে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়া ভাল নেই, সেই কারণে দুপুরেই হয়েছে। সুন্দরবনকে প্রতি বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়তে হয়। আমরা মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। সুন্দরবন নিয়ে আলাদা মাস্টার প্লান তৈরি করা হচ্ছে। কুড়ি কোটি ম্যানগ্রোভ বসানো হয়েছে সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী বাঁধ এলাকাতে। ৩৪ বছরে বাম সরকার জেলার জন্য কিছুই করেনি। শুধু তাই নয় পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে আইটিআই করা হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতাল করা হয়েছে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে তা ছাড়াও উন্নয়নের একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।’ এদিন জয়নগর কেন্দ্রের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল ও কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

৩ বাংলাদেশী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সুন্দরবনের হরিণখালি জঙ্গল থেকে ইসমাইল মোড়ল, নজরুল গাজী, দিদারুল গাজী নামে তিন বাংলাদেশী জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করে। তাদের শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার কৈখালি ও জয়াখালি গ্রামে। আর কোন বাংলাদেশী সুন্দরবন জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে কিনা সে বিষয়ে বনদপ্তর ও পুলিশ যৌথ অভিযান। উল্লেখ্য, গত ১৮ মে গভীর রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশী জলদস্যুদের সঙ্গে বনদপ্তরের গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল। ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন বনদপ্তরের অফিসার অমলেন্দু হালদার(৫৮)। এই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া জলদস্যুরা জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ।

উন্নয়ন হয়নি ভোট বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রামে কোনো উন্নয়ন হয়নি তাই লোকসভা ভোট বয়কট করল মহম্মদবাজার ব্লকের গণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের কোয়াডোবা গ্রামের বাসিন্দারা। কোয়াডোবা গ্রামে ৫২টি পরিবার থাকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল,পানীয় জলেরও প্রচণ্ড সমস্যা। একটি স্কুল রয়েছে সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছে স্কুলে বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিকঠাক নেই। সমস্যা সমাধানে বহুবার গ্রামপঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিল কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। বছরের পর বছর মিলেছে কেবল প্রতিশ্রুতি। প্রতিবাদে এবার তাঁরা ভোট বয়কট করেছেন। গণপুর গ্রামপঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের দখলে কিন্তু কোয়াডোবা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির।

বাংলায় অশনি সংকেত

প্রথম পাতার পর

এ লজ্জা বাংলা লুকাবে কোথায়।

ভোট যতদিন আছে, কাটছে রাজনৈতিক ডামাডোলে। এর পর ভোটের ফল বেরোলে শুরু হবে বদলার রাজনীতি। কত লাশ গুণতে হবে, সেই ভেবে আতঙ্ক এখনই গ্রাস করেছে এ বাংলার মানুষকে। এই আতঙ্ক যে অমূলক নয় তার প্রমাণ মিলেছে এক হিসাবে। ভোট পরবর্তী হিংসা আটকাতে ৩২০ কোম্পানি সেনা আরও ১৫ দিন মোতায়েন রাখার কথা ভাবা হচ্ছে। এই বার্তাই বাংলার রাজনৈতিক আকাশে বয়ে আনছে ভয়াবহ অশনি সংকেত।

বন দপ্তরের নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে চিঠি এপিডিআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: চোরা শিকারীদের শিকার আটকাতে গিয়ে সুন্দরবনের নেতাধোপানি বিটে ১৮মে প্রাণ গেল অমলেন্দু হালদার (৫৯) নামে এক বনকর্মীর। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন তাঁর সঙ্গে থাকা বেশ কয়েক জন বন কর্মী। আর তাঁর পরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সুন্দরবনে বন কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে। বনমন্ত্রী ভোটের কাজে ব্যস্ততা দেখিয়ে ভোটের পরে সব কিছু দেখা হবে বলে জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন বন দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ। সুন্দরবনের পর্যাপ্ত বনকর্মীর অভাবে চোরা শিকারীদের দাপট বেড়ে চলেছে। আর তাঁর ফলে লুট হচ্ছে সুন্দরবনের সম্পদ। শিকার হচ্ছে সুন্দরবনের হরিণের মতো একাধিক বন্যপ্রাণ। আর মৃত বনকর্মীর পরিবারের সাহায্য, চোরাশিকারীদের গ্রেপ্তার, বনকর্মীদের নিরাপত্তা বিষয় সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বন দপ্তরে মেল করে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে এই সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এদিন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর রাজ্য বন দপ্তরে চিঠি পাঠান। তিনি এদিন এই বিষয়ে বলেন, আমরা চাই সুন্দরবনের মানুষের, বনকর্মী, মৎস্যজীবি সহ বন্যপ্রাণদের সুরক্ষা। রাজ্য সরকার বন দপ্তরে দীর্ঘদিন নিয়োগ করেনি। আর নিরাপত্তার অভাবে চোরাশিকারী, জল দস্যুদের আক্রমণ তাই বেড়ে চলেছে। যে এলাকায় গত শনিবার ওই বনকর্মীকে গুলি করা ও কোপানো হয় তাঁর খুব কাছাকাছি বাংলাদেশ সীমান্ত। আর তাই এই সব এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর হওয়ার দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে এদিন চিঠিতে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেছি। এগুলোর যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো। আমাদের দাবি গুলো হল-১) বনকর্মী অমলেন্দু হালদারের খুনিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। ২) বনকর্মী ও মৎসজীবিদের নিরাপত্তায় অতীব গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সকল সুন্দরবনবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ৩) তদন্ত ও টহলদারির সময় মৎসজীবিদের যাতে কোনওরকম হয়রানি ও আতঙ্কিত করা না হয় সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে। ৪) বনকর্মীর ঘাটতি পূরণ করতে অবিলম্বে বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত পদে দ্রুত নিযুক্ত করতে হবে।

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রতচারী প্রশিক্ষণ এবং গুরুসদয়ের জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ মে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ব্রতচারী প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তের জন্ম দিবাস। এদিন প্রশিক্ষিত ছাত্রীদের ব্রতচারী শংসাপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা গুরুসদয় দত্ত সর্ম্পকে আলোচনা করেন। ছাত্রীরা ব্রতচারী নাচ-গান প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এই বিশ্ববিদ্যলয়ের নিবন্ধক সৈয়দুর রহমান, অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল, ব্রতচারী সমিতির অপর সচিব ড. বিজনকুমার মণ্ডল, ড. ইন্দ্রাণী ঘোষ, ড. উসসী কুন্ডু দে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ড. দীপককুমার বড়পন্ডা প্রমুখ। বাংলার ব্রতচারী সমিতির পক্ষ থেকে ৬ মাসের পাঠক্রমটির পরিচালক রীনা মুখার্জী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ব্রতচারী প্রশিক্ষণে ছাত্রীরা আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং তাদের জীবনের নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। ছাত্রীদের এই উৎসাহ ব্রতাচারীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন সকলে। ছাত্রীরাও সুন্দরভাবে তাদের প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নেয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা ড. ইন্দ্রাণী ঘোষ।

নেই রাজ্যের শিকার শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল

প্রথম পাতার পর

পরিষেবা পাওয়ার আশা করেছিলেন। রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এককর্তা জানান। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজী এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব আছে। এই অভাবের কথা স্বাস্থ্য – শিক্ষা বিভাগকে জানানো হয়েছে’ । তিনি এও বলেন, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশে রাজ্যে অনেকগুলি মেডিক্যাল কলেজ চালু হয়েছে। প্রথম প্রথম তাই সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা মিটে যাবে”। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এই কলেজ ও হাসপাতালে পঠন – পাঠন চালু হয় ২০২২ সালে। এখন দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। পঠন – পাঠনের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও সমস্যা হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবার। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ না থাকার কারণে ওই বিভাগটি সাধারণ চিকিৎসকদের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। গুরুতর সমস্যা থাকলে রোগীদের কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এই হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট চালানো হচ্ছে একটি যে সরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই বিভাগে রোগীদের চাপ বেশি থাকে। হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট চিকিৎসক না থাকার কারণে ওই বেসরকারি সংস্থাই একজন নেফ্রোলজিস্ট চিকিৎসক আনে সপ্তাহে একদিন। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ জরুরি বিভাগে সমস্যা দেয় সাধারণ চিকিৎসকদের অভাবে। কারণ সাধারণ চিকিৎসকদের অন্য চিকিৎসা পরিষেবার রোগীদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসকদের ঘাটতি মেটানোর জন্য অস্থায়ীভাবে তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক যে সব স্নাতকোত্তর (এম ডি) চিকিৎসকরা এখানে আসেন, তাঁদের জরুরি বিভাগে বসানো হচ্ছে। এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কাছেই জাতীয় সড়ক থাকার কারণে জরুরি বিভাগে প্রায় প্রত্যহ দুর্ঘটনায় জখম রোগীদের আনা হচ্ছে এই হাসপাতালে। এই জখম রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য পুলিশে রিপোর্ট করতে হয়। এই রিপোর্ট দেওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের একটা ভূমিকা থাকে। কারণ এই ধরণের দুর্ঘটনার বহু ক্ষেত্রে মামলা হয়। অভিযোগ জরুরি বিভাগের চুক্তি ভিত্তিক চিকিৎসকদের একাংশ মামলা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার জন্য দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেই অন্য হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য পাঠিয়ে দেন। প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর সেই রোগীর ক্ষেত্রে পরবর্তী কী করণীয় তা জানতে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাতে করে ওই রোগীর মূল চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়ে যায়। উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চুক্তি ভিত্তিক যে সমস্ত চিকিৎসক আছেন তাঁরা এই বিষয়ে জানালেন, আমরা অস্থায়ীভাবে এসেছি।যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমাদের মামলার ফাঁদে পড়তে হয় সেই রকম চিকিৎসায় আমরা ঝুঁকি নেব কেন?

মহানগরে

বস্তিতে সিইএসসি'র লাইন সুসজ্জিত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে যেসমস্ত বস্তি রয়েছে, সেখানে অধিকাংশ জায়গায় সিইএসসি'র ইলেকট্রিক লাইনের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। যেকোনও সময় বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বস্তিগুলির অবস্থাও অনুরূপ। কলকাতা পৌরসংস্থার মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার উচিত অবিলম্বে পৌরসংস্থার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও সিইএসসি'র আধিকারিকদের সঙ্গে যৌথভাবে বস্তির ইলেকট্রিক লাইনগুলির সংস্করণ করা যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে।

৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধির বক্তব্য, যেসব মানুষজন বস্তিতে থাকেন, তাঁরা যাতে সিইএসসি'র লাইনের ফলে কোনও দুর্ঘটনায় না পড়েন, এবিষয়ে সিইএসসিকে দিয়ে দ্রুত কাজ করাতে হবে। দুর্ঘটনা যেকোনও সময় ঘটতে পারে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ঝড় বৃষ্টি আসবে না, এটা হতে পারে না।

কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমরা সিইএসসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এবং কলকাতার বস্তি এলাকা গুলিতে ইলেকট্রিকের লাইন সংক্রান্ত সমস্ত পরিদর্শনও হয়েছে। যৌথভাবে পরিদর্শনও হয়েছে এবং অবিলম্বে বস্তিবাসীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিদ্যুতের লাইন কলকাতা পৌরসংস্থার সহায়তায় সিইএসসিকে দিয়ে সুসজ্জিত করা হচ্ছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি কাজ করা হচ্ছে। সেটা পরে জানানো হবে'।

ডেঙ্গুর মশা চেনাচ্ছে পৌর–ল্যাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেমন দেখতে হয় ডেঙ্গুর মশা? কীভাবে রোধ করা যাবে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

রোডস্থিত মৌলালির ভেক্টর কন্ট্রোল ডিজিজ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। সেখানে অফিস চলাকালীন সময়ে গেলে পাবেন কলকাতা পৌরসংস্থা পতঙ্গ বিশারদ ডা. দেবাশিস বিশ্বাস। তিনি জানান, ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী স্ত্রী অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই মশা। এই মশার গায়ে কোনও ডোরাকাটা দাগ থাকে না। সাদাকালো ডোরাকাটা দাগ থাকে ডেঙ্গুর মশার শরীরে। ডা. বিশ্বাস আরও জানান, জ্যান্ত ডেঙ্গুর মশার লার্ভা চেনানো হয় মশা চিন্তে চাওয়া আগ্রহী ব্যক্তিদের। পূর্ণ বয়স্ক এডিস ইজিপ্টাই কেমন দেখতে হয় তাও ডিজিটাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে চেনানো হয় আগ্রহী মশা সন্ধানীদের। এর ফলে বাড়ির আশেপাশে ডেঙ্গু"র মশা দেখতে পেলে, তাঁরা চিনতে পারবেন। আটকাতে পারবেন মশা বংশ বিস্তার। এছাড়াও শেখানো হয় মশার দেহের গঠন, বাড়ির আশেপাশে কোন্ কোন্ জায়গায় মশা বংশ বিস্তার করে, সে বিষয়েও জানানো ও দেখানো হয়। এছাড়াও কোন মশা শরীরের কোন কোন অংশে কামড়ায়, তার সবটাই হাতে কলমে মশা চিনতে চাওয়া আগ্রহীদের চেনানো হয়। ডেঙ্গুর জীবাণুবাহক এডিস ইজিপ্টাই দিনেরবেলা ৭০ – ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে এডিস কামড়ায় ঘরের বাইরে। ঘরের ভিতরে বাইরে থাকা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই রাতের বেলা কামরায়। ঘরের বাইরে ভিতরে জমে থাকা নোংরা পরিষ্কার সব জলেই ডিম পাড়ে।

কলকাতা পৌরসংস্থারও একটা স্টেডিয়াম হওয়া উচিত

বরুণ মণ্ডল : বর্তমান যুগে শহরের ক্ষেত্রে পৌরসভা বা পৌরসংস্থার একটি ভূমিকা থাকে। সেই কারণেই পৃথিবীর অনেক শহরে সেই পৌরসভার নিজস্ব স্টেডিয়াম আছে।

ভারতবর্ষেও এরকম বহু ভালো ভালো দৃষ্টান্তও আছে। এমনকী আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও নদিয়া জেলার কল্যাণী পৌরসভার নিজস্ব স্টেডিয়াম, এই জেলার রাণাঘাট মহকুমার গয়েশপুর পৌরসভার গয়েশপুর স্টেডিয়াম, হাওড়া পৌরসংস্থার নিজস্ব স্টেডিয়াম আছে। তাহলে ঐতিহ্যবাহী কলকাতা পৌরসংস্থার কেন একটি নিজস্ব স্টেডিয়াম থাকবে না। কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনে অনেকগুলি ভালো ভালো মাঠ থাকলেও নিজস্ব কোনও স্টেডিয়াম নেই।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সিএবি'র প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব উত্তর কলকাতার ১

নম্বর বরো'র অন্তর্ভুক্ত 'টালা পার্ক দীর্ঘ চার বছর পর 'লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেডে'র হাত থেকে পুনরায় কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে এসেছে।

এখন যদি রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কলকাতা পৌরসংস্থা ওই টালা পার্কে একটি অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম তৈরি করতে পারে, তাহলে এই শহরের খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সূচনা হতে পারে।

এরই সঙ্গে বিশ্বরূপ দে আরও বলেন, টালা পার্ককে কেন্দ্র করে অনেক গুলি ক্লাব রয়েছে। যারা সিএবি বা আইএফএ অনুমোদিত। তারা দীর্ঘদিন ওখানে খেলাধুলার প্রসার ঘটাচ্ছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে এবং প্রয়োজনে সিএবি বা আইএফএ'কে সঙ্গে নিয়ে একটা স্টেডিয়াম যদি কলকাতা বা কলকাতার মহানাগরিকের সহায়তায় যদি তৈরি করতে পারে। তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার বুকে যেসব খেলোয়াড় আছে এবং খেলাধুলার যে চল সেটা আরও বেশি করে ব্যাপ্তিত হবে।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ক্রীড়া দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, হ্যাঁ, টালা পার্কে একটা স্টেডিয়াম গড়ার প্রস্তাব ছিল। টালা উড়ালপুল সংস্কারের কাজের জন্য নির্মাণ সংস্থা ওই মাঠটি ব্যবহার করত। বর্তমানে তারা মাঠটি ছেড়ে দিয়েছে। তবে এই প্রস্তাবের পক্ষে– বিপক্ষে যা যা বলার পরে জানানো হবে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে, সায়েন্স সিটিতে হয়ে গেল আন্তর্জাতিক জাদুঘর এক্সপো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ১৮ মে কলকাতার সায়েন্স সিটিতে হয়ে গেল আন্তর্জাতিক জাদুঘর এক্সপোর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এনসিএসএমের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, এবং সিএসআইআরের প্রাক্তন ডিজি, ডিএসআইআরের সেক্রেটারি, ডাঃ. শেখর সি মান্ডে , প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের গ্লাম বিভাগের যুগ্মসচিব মুগ্ধা সিনহা।

ভারত সরকাকরের সংস্কৃতি দপ্তরর অতিরিক্ত সচিব জীবন বাচভ। এনসিএসএমের ডিজি এ.ডি. চৌধুরী, এনসিএসএমের ডিডিজি সমরেন্দ্র কুমার, এবং সায়েন্স সিটি, কলকাতার পরিচালক অনুরাগ কুমার। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ১৮ মে থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক জাদুঘর এক্সপোর প্রথম সংস্করণ হয়েছিল দিল্লির প্রগতি ময়দানে। মুগ্ধা সিনহা বলেন, প্রথম সংস্করণের অসাধারণ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ আনতে পেরে আনন্দিত, কলকাতা শহরে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম এক্সপো, যেখান থেকে ভারত তার প্রথম জাদুঘর পেয়েছে ১৮১৪সালে। তাই এই বছর, আমরা বিজ্ঞান জাদুঘর এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা এবং গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। বিজ্ঞান জাদুঘরগুলি কেবল বৈজ্ঞানিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, সমাজে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসাবেও কাজ করে। এক্সপোয়ে স্থান পেয়েছিল পুরোনো দ্রব্যের প্রতিলিপিসহ ভারতের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা এক্সপোয়ে অংশগ্রহণ করে বলেন, এমন প্রর্দশনীর মাধ্যমে ইতিহাস তুলে ধরে গবেষণায় আগ্রহ বাড়াবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওডিসি নাচের মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করে ডোনা গাঙ্গুলী ও তার সম্প্রদায়।

বার্তা

ক্ষেত্রনাথ পুজো : বৌদ্ধ পূর্ণিমায় ক্ষেত্রনাথ পুজো মল্লারপুর থানার পারচন্দ্রহাট গ্রামে।

প্রস্তুতি : এক পশলা বৃষ্টিতেই জল ভর্তি চারপাশ, বর্ষার অনেক আগে থেকেই নালা পরিষ্কারের কাজ শুরু বেহালা জয়শ্রী পার্কে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

প্রণাম : বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন দেখা গেল শহরের রাস্তায় ভক্তদের পূণ্য শোভাযাত্রা আয়োজনে ছিল চেতলার অশোক ক্লাব। **ছবি : সুমন সরদার**

জল যন্ত্রণা : হাওড়ার মুক্তারাম কানোড়িয়া রোডে অল্প বৃষ্টিতেই জমে যায় জল। যাতায়াতের অসুবিধা হয় এলাকাবাসীর। নজর নেই প্রশাসনের। **ছবি : প্রীতম দাস**

যাওয়া আসার পথে পথে

বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের ধরমশালায় লক্ষাধিক মানুষের ভীড়

সুভাষ চন্দ্র দাশ

তিনি যমদূত! তিনিই ধর্মরাজ! তিনি বসে রয়েছেন একটি মহিষের উপরে। তাঁর স্বপ্নাদেশ পেয়েই জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি মন্দির গড়ে তুলেছিলেন এলাকার জমিদার। সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চড়াবিদ্যা গ্রাম। সেখানে বিরাজ করছেন স্বয়ং ধর্মরাজ। সালটা ১৯৩৭। তখন ইংরেজরা দেশ শাসনের দায়িত্বে রয়েছে। ছিল জমিদারি প্রথা।সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে জলাজঙ্গলে ভরপুর। তৎকালীন সময়ে এলাকার জমিদার ছিলেন শশীভূষণ নস্কর। তিনি একদিন রাতে স্বপ্নাদেশ পায় স্বয়ং ধর্মরাজের। স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁকে নির্দেশ দেয়, 'এলাকায় তাঁর একটি আশ্রয়স্থল কিংবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য'। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর মহাফাঁপরে পড়ে যায় নস্কর পরিবার। এরপর এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি বট ও অশ্বত্থ গাছের পাশে ধর্মরাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই জাঁকজমক করে পুজোপাঠ পেতে থাকেন স্বয়ং ধর্মরাজ। বছর দুই পর মন্দিরটি পাকা হয়। এর পরবর্তীকালে

আবারও স্বপ্নাদেশ পায় শশীবাবু। তিনি জানতে পারেন, 'যেখানে যেমন ভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তেমনই ভাবে থাকবে। মন্দিরের কোন কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না। এবং রাতের মন্দিরে কোন আলো জ্বলবে না'। ধর্মরাজের মহান নির্দেশে সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। পরবর্তী সময়ে শশীভূষণের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে বামাচরণ মন্দিরের দেখভাল শুরু করেন। বামাচরণ নস্করের ১৬ জন ছেলে ছিল। তিনি মূল মন্দির সংস্কার করে বৃহৎ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ধারাবাহিকভাবে তাঁর ১৪ ছেলের অকাল মৃত্যু হয়! পরবর্তী সময়ে আরো দুই ছেলের মৃত্যু হয়। সেই থেকে ধর্মরাজের মূল মন্দির কোনওরূপ পরিবর্তন না করেই একই রাখার সিদ্ধান্ত নেয় নস্কর পরিবার। এছাড়াও মন্দিরের বাইরে আলোর ব্যবস্থা থাকলেও ধর্মরাজের নির্দেশে মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার রাখা হয়।

সেই ইংরেজ আমল থেকে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অখ্যাত গ্রামের ধর্মরাজ মন্দিরের পুজোপাঠ চলে আসছে আজও। প্রতি বছরই বুদ্ধ পূর্ণিমার নির্দিষ্ট দিনেই পুজো পার্বন অনুষ্ঠিত হয়। পুজো উপলক্ষে সারাদিন মেলা বসে। ঘোঁড় দৌড়ও হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। চৈত্র মাসের মতো সন্ন্যাসী হয় প্রচুর ভক্ত। এমন কি ঝাঁপও হয়। অনেকেই মানত করেন। জানা গিয়েছে ধর্মরাজের কাছে যে যেমন ভাবে মানত করেছেন, ধর্মরাজ তার মানত পূরণ করেছেন। বিশেষ করে ক্যানসার আক্রান্ত রোগী ধর্মরাজের চরণ স্পর্শ করে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দাবি অগণিত ভক্তের। সাধারণ ভক্তরা মনঃস্কামনা পূরণের জন্য মন্দির প্রাঙ্গনে বট–অশ্বত্থ গাছে টিল বাঁধেন। আবার কেউ কেউ মন্দির প্রাঙ্গণে পুকুরে গিয়েও মানত করেন। মানত সফল হলেই ধর্মরাজকে পুজো দিয়ে থাকেন ভক্তরা। বৃহস্পতিবার বাসন্তীর চড়াবিদ্যা গ্রামে বসেছিল ৮৭ তম ধর্মরাজ মেলা। সুন্দরবন সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লক্ষলক্ষ ভক্তের ভীড় হয়েছিল। মনঃস্কামনা পূরণ হওয়ায় এদিন ২০৩ জন ভক্ত ধর্মরাজের ছলম (মাটির তৈরি ধর্মরাজের মূর্তি) দিয়ে পূজোপাঠ করেছেন। ধর্মরাজের নির্দেশে মন্দিরের পুরোহিত ও পরিবর্তন করা হয় না। শুরুতেই পুজোপাঠ করতেন বারুইপুরের সরবেড়িয়ার শৈলেন্দ্র নাথ আচার্য্য। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁরই জামাই ভূতনাথ চ্যাটার্জী ধর্মরাজের পুজোর দায়িত্ব লাভ করেন। সেই থেকেই বংশ পরম্পরায় আজও পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক নস্কর জানিয়েছে 'বিগত দিনের সমস্ত নিয়ম মেনেই যমদূত বাবা ধর্মরাজের ৮৭ তম বর্ষের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর ভক্তরা আসেন পুজো দিতে এবং মানত করতে।' একদিনের ধর্মরাজ মেলায় মহামানবের মিলনক্ষেত্র হিসাবে গড়ে ওঠে পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবনের অখ্যাত গ্রাম চড়াবিদ্যা।

দীপককুমার বড়পণ্ডা

সীতামণি হারেনি

পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের পুনুড়া গ্রামের সীতামণি মান্ডিকে কারোর চেনার কথা নয়, কেউ চেনেও না। ২০১৯ সালে সেই সীতামণিকে আমি চিনেছিলাম এক শীতের রাতে। গ্রামের আদিবাসী পাড়ার শেষপ্রান্তে ওর বাড়ি। স্পেড পরিচালিত সাপ্লিমেন্ট স্কুল বা সেন্টারের ছাত্রী সে। স্থানীয় সরকার পোষিত স্কুলে সে পড়ে। সেই স্কুলে পড়ায় যা আটকে যায়, বা তার বোঝা হয় না, তা বুঝতে সে এখানে আসে। শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে ড্রপ আউট না হয়, এরজন্য এই ব্যবস্থা। এতে কোনো খরচ তাকে দিতে হয় না। শুভানুধ্যায়ীরা এই খরচ দেন। ক্লাস ফাইভে একবার সরকারি স্কুল ছেড়েছিল সে। স্পেডের শিক্ষক মশাইরা তাকে বুঝিয়ে তাঁদের সেন্টারে এনেছিলেন। আপাততভাবে সব ঠিক চলছিল। সে স্কুলেও যেত, এই সেন্টারেও আসত। একদিন গিয়ে শুনলাম, সীতামণি আর স্কুলে আসে না। ওদের বাবা–মা তাকে সেন্টারে আসতে বারণ করেছেন। এক শিক্ষক এই কথা জানান দিলেন। বাবা–মা আসতে না বলেছেন শুনে খারাপ লাগল। খানিকটা চিন্তাও হল। কী করা যায়!

সেই শিক্ষককে বললাম, 'এখন যাবেন সীতামণির ঘরে? শিক্ষক একটু আশ্চর্য হয়ে এবং ততোধিক বিরক্ত হয়ে বললেন, এত রাতে অন্ধকারে গ্রামে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ঠান্ডাটাও বেশ কনকনে তখন। একটু দার্শনিকভাবে বললাম, এখনতো চলুন, ঠিক–বেঠিক সময় বলবে।'

সীতামণির বাড়িতে যখন পৌঁছালাম, দেখলাম ও রান্না করছে। হু হু করে বাতাস বইছে। খোলা আকাশের নীচে ওর বাবা–মা দুজনেই ঘুমে তখন কাতর। সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রমে কাহিল তাঁরা। গায়ে শিশিরে ভেজা ছেঁড়া কম্বল। বাবা–মাকে ঘুম থেকে তুললাম। সঙ্গী শিক্ষকের বাধো বাধো ঠেকছিল। যদি ঘুমন্ত দম্পতি রেগে যান, এই

ভয়ে। না, রাগেননি তাঁরা। তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম,

– আপনাদের ঘর নেই কেন?

– কেউ দেয়নি।

বলেছিলাম,

– ক্লাস সিক্সে পড়া ১১ বছরের মেয়েটা সবার জন্য রান্না করছে, এটা কি আপনাদের ভালো লাগে? ওতে খেলতে চায়, পড়তে চায়, একটা ঘর চায়, বড় হতে চায়, এরজন্য বাবা–মা হয়ে আপনারা কিছু করবেন না?

বাবা বলেছিলেন, সকালে উঠে আমরা দুজনে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাই। ও তো পড়ার সেন্টারে বা স্কুলে যায় না, সেকথা জানিনি। মাকে বলা হয়েছিল, ও যদি লিখতে–পড়তে না শেখে তবে তো কিছু জানবে না। আপনাদের মতন কষ্ট পাবে। ছেঁড়া কম্বলটা বুকে টেনে নিয়েছিলেন মা। বাবা–মা দুজনেই বলেছিলেন, কাল থেকে ওকে আমরা পড়ার সেন্টারে নিয়ে যাব। পরের দিন তাঁরা এসেছিলেন। সীতামণি আর কামাই করেনি।

প্রতি মাসের অভিভাবক মিটিয়ের সীতামণির বাবা অথবা মা এসে শুনেছেন তার পড়ার আগ্রহের কথা। মিটি শেষে মায়ের সঙ্গে কলকল করে কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ফিরেছে। সেই দৃশ্যও চোখ এড়ায়নি। গোটাটাই একটা তৃপ্তি। ২০২৪ সালে সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল।

২ মে সেই পরীক্ষায় ভালভাবে ওর পাশের খবর শুনে চোখের কোণায় জল এসেছিল। সীতামণি হারেনি, সীতামণি হারায়নি। সীতামণিরা হারতে জানে না।

মাঙ্গলিকী

শুধুই সত্যজিৎ প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়কে বিষয় স্থির করে 'শুধুই সত্যজিৎ' শিরোনামে কলকাতার রাশিয়ান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গোর্কি সদনে ১৬ থেকে ১৮ মে ২০২৪ একটি অনন্য প্রদর্শনীর আয়োজিত হল। ২০১৬ সাল থেকে 'কলকাতা কথকতা' নামের একটি হোয়াটসঅ্যাপ দল নিয়মিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছে। এই দলে কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক, গবেষক, লেখকরা বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছেন। দ্য বেঙ্গল, আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব ও কলকাতা কথকতা-র উদ্যোগে এবারের সত্যজিৎ রায় সংক্রান্ত এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন 'সোসাইটি ফর দি প্রিসারভেশন অফ সত্যজিৎ রায় আর্কাইভস'। ১৬ মে সন্দীপ রায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সঙ্গে ছিলেন কার্টুন শিল্পী দেবাশিষ দেব, নাট্য ব্যাক্তিত্ব পৌলমি বসু, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর দে, অপু দে, মানসী রায়চৌধুরী, কবি অরুণ চক্রবর্তী ও আরও বিশিষ্টজনেরা। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋদ্ধি গোস্বামী, অনিন্দ্য কর, ফাল্গুনী দত্ত রায়, উৎপল সান্যাল, জয়ন্ত ঘোষ, মলয় সরকার, সৌভিক মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সরদার প্রমুখ। লেখক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আর এক পরিচয়

তিনি শ্রদ্ধেয় অভিনেতা বিমল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, সেই সূত্রে সত্যজিৎ রায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ তিনি প্রদর্শন করেছেন এই প্রদর্শনীতে। ওনার সংগ্রহ থেকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গোল তাস, সত্যজিৎ রায়ের স্বহস্তে লিখিত শংসাপত্র, 'ঘরে বাইরে', 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মারক, 'সোনার কেল্লা' ও 'জন অরণ্যে' সিনেমার সত্যজিৎ রায়ের স্বহস্তে লিখিত স্ক্রিপ্টের অংশ এই প্রদর্শনীতে ছিল। দেবযানী রায় কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের একাধিক চিঠি ছিল এখানে। আলোকচিত্রিক নিমাই ঘোষ, সাত্যকি ঘোষ, অসিত পোদ্দারের তোলা সত্যজিৎ রায়ের ছবি ও দেখা গিয়েছে। সংগ্রাহক ফাল্গুনী দত্ত রায়ের সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন, সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি বিভিন্ন প্রচ্ছদচিত্র। ঋদ্ধি গোস্বামীর সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায় স্মারক দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ। জয়ন্ত ঘোষের সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা একাধিক স্কেচ, 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের দুষ্প্রাপ্য পোস্টার। সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি নেগেটিভ ফ্লিম। উজ্জ্বল সরদারের সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত স্কেচ, ছবি, প্রচ্ছদচিত্র, ক্যালেন্ডার, দুষ্প্রাপ্য বুকলেট। অরিন্দম রাউতের সংগ্রহ থেকে 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত চরণ দাশ বাউলের দোতারা, একাধিক চলচ্চিত্রের লবিকার্ড, বিজ্ঞাপন। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায়ের একাধিক চলচ্চিত্রের পোস্টার। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে সত্যজিৎ রায় লিখিত বিভিন্ন চিঠি। মলয় সরকারের সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য অটোগ্রাফ। প্রনম্য সংগ্রাহক পরিমল রায়ের সংগ্রহ থেকে সূচিশিল্পী সীমা সেনের তৈরি সত্যজিৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন শিল্প নিদর্শন। অরোরা ফ্লিম কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রের শুটিঙের ক্যামেরা এসব কিছু এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীর তিন দিন দর্শকদের উপস্থিতি ছিল বিশেষ নজরকাড়া। 'কলকাতা কথকতা' হোয়াটসঅ্যাপ দলের শীর্ষ ব্যাক্তিত্ব চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান– "২০১৬ সাল থেকে নিয়মিত আমরা কলকাতায় এক একটি বিষয় নির্ভর প্রদর্শনীর আয়োজন করছি, যেখানে দর্শকদের সামনে সংগ্রাহকদের বহু দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরে আমরা ও ভীষণ খুশি। এখন আমাদের ওপর মানুষের একটি প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে, আমরা আগামী দিনে সে বিষয়ে যথেষ্ট দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে বিশেষ সচেষ্ট।" এবারের এই প্রদর্শনীতে দেখা গেলো এমন অনেক বহু দর্শক প্রদর্শনীর তিন দিন উপস্থিত থেকেও জানিয়েছেন এমন প্রদর্শনী দীর্ঘ দিন ধরে চললেও উৎসাহে বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সত্যজিৎ রায় সংক্রান্ত সিঙ্ঘভাগ বস্তুই ছিল চমকপ্রদ। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সকল চলচ্চিত্রের বুকলেট ও পোস্টার প্রদর্শনী ছিল অনবদ্য। এই প্রদর্শনী নিয়ে বর্তমান সন্দীপ রায় পরিবারের সক্রিয়তা ও বিশেষ মাত্রা যোগদান করেছিল।

স্মরণসভা, ভক্তিগীতি এবং ভগবৎ পাঠ

হীরালাল চন্দ্র : ২মে থেকে ৩০মে পর্যন্ত সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটির (ভোগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত) উদ্যোগে ও সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় স্মরণসভা, ভক্তিগীতি ও ভগবৎ পাঠ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, জগৎমাতা সারদা দেবী, বিশ্ব পরিব্রাজক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ মহীয়সী নারী বিশ্ব সেবিকা ভগিনী নিবেদিতার ঐতিহাসিক মহান জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন স্বামী সেবাব্রতানন্দ, প্রবাজ্ঞিকা আন্তকাম প্রাণামাতাজী, পংকজ ব্যানার্জী, রাজেশ বসু। ডঃ তপন চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব সরকার, তিলক ভট্টাচার্য, হৈমন্তী চ্যাটার্জী, শশধর দাস, ক্ষিতি দও, আরাধনা পাল প্রমুখ। স্মারক বক্তৃতা প্রসঙ্গ স্বাঁমী নিরাময়নন্দ, অধ্যাপক গোঁকুলদাস দে, ডঃ মঁনীন্দ্রনাথ ঘোষ, সুঁনীল ঘোষ, সুঁরেন্দ্রনাথ পেন, চঁয়নিকা ঘোষ প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, সুমিতা রিত, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, সুদীপ পাল, শমপা রায়, চন্দ্রমোহন দাস, সৌমী চ্যাটার্জী, প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী, করুণাময়ী ভট্টাচার্য, সুস্মিতা চ্যাটার্জী প্রমুখ। এসরাজ বাজান অরবিন্দ সেন। সঞ্চালনায় ছিলেন সুভাষ মিত্র। ধন্যবাদ দেন – রন্ধন রায়, শেষে অগণিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য স্মরণ সভা

দেবাশিস রায় : বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'র জনক প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।১৮১৮ সালের ১৫ মে সেই পথপ্রদর্শক বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশকাল সামনে রেখে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য স্মরণ সভা এবারও অনুষ্ঠিত হল।পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত বহরা গ্রামে বুধবার আয়োজিত এই স্মরণ সভার মূল উদ্যোক্তা ছিল গঙ্গাকিশোর স্মৃতিরক্ষা কমিটি।বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রবন্ধাকারদের পাশাপাশি স্থানীয় একাধিক জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল সভা ক্ষেত্রটি।এলাকার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টরা সভায় আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অবদানের কথা তুলে ধরেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বহরা গ্রামেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস স্থাপন করেছিলেন।দুই শতাধিক বছর আগে স্থাপিত সেই জীর্ণ ভবনটি আজও কালের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।এই স্থানটি স্থানীয়দের কাছে ছাপাখানাডাঙা নামেই পরিচিত।একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তখনও তুলোট কাগজ কিংবা তালপাতায় খাগের কলম দিয়ে ভুষো কালিতে লেখার চল ছিল।সেই তালপাতার পুঁথি কিংবা তুলোট কাগজে হাতে লেখা গ্রন্থাদি পড়েই অনেকেই বিদ্বান হয়েছেন।তারপর ব্রিটিশ সরকার তাদের কাজের সুবিধার্থে বিলেত থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের সহায়তায় এদেশেও ছাপাখানার প্রচলন ঘটায়।তারপর বেশকিছু সংখ্যক প্রেস স্থাপিত হয়েছিল।সেইসকল প্রেস চালানোর জন্য এদেশের মানুষকেও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলেছিল্।তবে, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশে প্রেস স্থাপন হলেও দেশীয় ভাষায় ছাপার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের ব্লক অবশ্য স্থানীয়ভাবেই তৈরি করে নেওয়া হত। যেগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল নানান ধরনের কাঠের ব্লক। ২০০ বছর আগেকার কলকাতা শহরে দেশীয়

উদ্যোগে বেশকিছু প্রেস স্থাপিত হলেও বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এধরনের একটি ছাপাখানা স্থাপন করা কার্যত দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করত।পরাধীন ভারতবর্ষে কলকাতা শহর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে ভাগীরথী নদী তীরবর্তী এক প্রত্যন্ত জনপদ বহরা গ্রামে এরকমই একটি ছাপাখানা তৈরি করে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। সেই প্রেস থেকেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের হাত ধরে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' আত্মপ্রকাশ করেছিল।পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল আরও অসংখ্য বই। আপন সৃষ্টির কল্যাণে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নামে দু'হাত আজও কপালে ঠেকায় গর্বিত বহরাবাসী। বহরা গ্রামে তাঁরই নামাঙ্কিত একটি প্রাইমারি স্কুল তৈরি হয়েছে।কাটোয়া বাসস্ট্যান্ড সহ বর্ধমান প্রেস কর্ণারটি এই প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিকের স্মৃতিতে উৎসর্গিত। এরই পাশাপাশি বহরা গ্রামে ছাপাখানাডাঙাতেই নবনির্মিত একটি গ্রন্থাগার ও গবেষণাকেন্দ্র শীঘ্রই জনসাধারণের উদ্দেশে খুলে দেওয়া হবে।গঙ্গাকিশোর স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক দ্বারকনাথ দাস বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রবাদপ্রতিম এই সাংবাদিকের স্মরণ সভার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। এদিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাপিয়া দাসের লেখা একটি কাব্যগ্রন্থের উদ্বোধন করা হয়েছে।

'নয়ন রহস্য' ছবিতে রহস্যটাই ভ্যানিশ

ড. শঙ্কর ঘোষ : ঠিক ৫০ বছর আগে ছবিতে সত্যজিৎ রায় শুরু করেছিলেন ফেলুদাকে নিয়ে তাঁর জার্নির। ছবির নাম 'সোনার কেল্লা'। রহস্য উদঘাটনে তিনের উপস্থিতি ফেলুদা, তোপসে, লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ু। শিল্পীরা হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ দত্ত। ছবির জনপ্রিয়তায় আপ্লুত সত্যজিৎ রায় আবার ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করলেন জয় বাবা ফেলুনাথ ।এ ছবিও জনপ্রিয়তা পেল। ইতিমধ্যে জটায়ু চরিত্রের শিল্পী সন্তোষ দত্ত মারা যাওয়ায় সত্যজিৎ রায় আর ফেলুদা নিয়ে কোন ছবি করলেন না ।স্পষ্ট তিনি জানিয়েছিলেন সন্তোষ দত্ত নেই, তাই তাঁর পক্ষে আর ফেলুদা নিয়ে ছবি করা সম্ভব নয়।

সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়ের হাতে ফেলুদা কাহিনির চিত্ররূপ যখন উঠে এলো বড় পর্দা ও ছোট পর্দা জুড়ে, তখন বেশ কয়েকবার তোপসে চরিত্রের শিল্পী পরিবর্তিত হয়েছে। তবে ফেলুদা হিসেবে দীর্ঘদিন সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। জটায়ু চরিত্রে বিভিন্ন শিল্পীকে পাওয়ার মূল কারণ, একের পর এক জটায়ু চরিত্রের শিল্পীর মৃত্যু। রবি ঘোষ, অনুপকুমার, বিভু ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে জটায়ু চরিত্র নিয়ে ছবি করার ব্যাপারে কিঞ্চিত সময় নিয়েছিলেন সন্দীপ রায়।

নতুন সেট তৈরি করলেন হত্যাপুরী ছবিতে (২০২২) ।এলেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ফেলুদা চরিত্রে, আয়ুশ দাস তোপসের চরিত্রে, আর অভিজিৎ গুহ জটায়ুর চরিত্রে। এই শিল্পীদের নিয়ে হত্যাপুরী ট্রায়াল হিসেবে মন্দ ছিল না। কিন্তু মন ভরলো না দ্বিতীয় ছবি নয়ন রহস্যতে এসে। সত্যজিৎ রায়ের বহু পঠিত কাহিনি নয়ন রহস্য । তার চিত্রায়ন সহজ কথা নয়। তাছাড়া ইতিপূর্বে ডিটেকটিভ কিরীটি হিসেবে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত নীলাচলে কিরীটি ছবিতে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। সেই ঝাঁঝ নয়ন রহস্যতে অনুপস্থিত। আয়ুশের জন্য ওয়ার্কশপ প্রয়োজন ছিল। জটায়ু চরিত্রের নির্যাস অভিজিৎ গুহের মধ্যে মেলেনি।

এই ছবিতে জটায়ুর দায়িত্ব ছিল বেশি। সেই ভার বইবার ক্ষমতা শিল্পীর ছিল কিনা সেটা প্রশ্ন চিহ্ন রেখে যায়। আসলে রহস্য ছবিতে রহস্যটাই জমজমাট নয়।

তবুও এরই মধ্যে পার্শ্বচরিত্রের শিল্পীদের অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরাই জমিয়ে রেখেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নয়ন চরিত্রে শিল্পী শ্রীমান অভিনব বড়ুয়ার কথা। নিষ্পাপ মুখ , নীরব চাহনি। চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তার অস্ফুট উচ্চারণ মনে দাগ কেটে যায়। ম্যাজিশিয়ান তরফদারের চরিত্রে দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার। ছোট পর্দার নিয়মিত শিল্পী দেবনাথ বড় পর্দায় বড় রোল পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছেন। মুম্বাইয়ের মোহন আগাসেকে পেলাম বহুদিন বাদে। সাবলীল অভিনয়। একই কথা প্রযোজ্য সুপ্রিয় দত্ত, রাজেশ শর্মা, ভরত কল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, শুভ্রজিৎ দত্ত প্রমুখের সম্পর্কেও। আলো–আঁধারি চিত্রায়নে শশাঙ্ক পালিতের কাজ তারিফযোগ্য।

সত্যজিৎ রায় ফেলুদা সিরিজের এক একটি কাহিনিতে এক একটি রাজ্য বা অঞ্চলের প্রাধান্য রয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে নয়ন রহস্য ছবিতে চেন্নাইকে আর একটু বিস্তৃতভাবে ধরলে ভালো লাগতো দর্শকদের।

১৫১ বছরের দেবীপুর হরি নাম সংকীর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : দেবীপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে চার দিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন। পুজাপাঠ ছাড়াও প্রতিদিন থাকছে বিশেষ হরিনাম সংকীর্তনের ও পালা গান। বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয় এই হরিনাম সংকীর্তন শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে সারা বছর সকলে। হাওড়া উদয়নারাণপুর দেবীপুরের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় রয়েছে দেবীপুর গ্রামবাসী বৃন্দ। শেষ দিনে ঢুলোট ও পরে প্রভুর প্রসাদ বিতরণ।১৫১ বছরের এই হরিনাম সংকীর্তন ঘিরে সকলের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে এই দিনটিকে স্মরণীয় করতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমস্ত স্তরে মানুষ গত বৃহস্পতিবার এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বের হন। পাশাপাশি ওই সম্প্রদায়ের শিশুরা বিভিন্ন বেশে রোদকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে শামিল হন। এই শোভাযাত্রা বিধান রোড হাশমি চক হয়ে পরিক্রমা করে শিশুদের নানা দেশে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ যায় এক দৃষ্টিনন্দন বলে অনেকের অভিমত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নরনারায়ণ সেবা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : প্রতি বছরের মত এবছরও হাওড়া প্রসস্থ সমাজ কল্যাণ সমিতির আয়োজন করেছে ব্রম্ভা পুজোর। পূজা পাঠের পাশাপাশি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল গান ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এলাকাবাসী বলেন, প্রতি বছর নিয়ম করেই এই ব্রম্ভা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ভোটের বালাই

সুকুমার মণ্ডল

ঘটনা ১ : সকালে বাজারের ব্যাগ হাতে পথে বেরিয়েছেন সদাশিববাবু। পিছন ফিরে গ্রীলের গেটের আংটা লাগাতে গিয়ে প্রথম নজরে পড়ল ওঁর। গেট–এর দু'পাশের পাঁচিলে ধবধবে সাদা রঙের প্রলেপ পড়ে গেছে, অথচ গতকাল রাতেও সেটার রঙ ছিল অন্য। সাদা রঙের একেবারে কোণায় ছোট্ট করে লেখা একটি রাজনৈতিক দলের নাম ও তার পাশের তীর চিহ্ন যেন ঘোষণা করছে এই পাঁচিলের বাকি অংশটুকুও ওই দলের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর যেটা লেখা নেই তাহল, এই দেওয়ালের দখল আমরা নিয়ে নিয়েছি, আর কেউ এখানে নাক গলাতে এসো না বাপু! সামনে ভোট এগিয়ে আসছে আর ভোট এগিয়ে আসবে শহর–গ্রাম সর্বত্রই ঘর–বাড়ি–পাঁচিল গুলো বেমালুম বেদখল হয়ে যাবে, এটাই প্রচলিত নিয়ম। এসব নিয়ে কেউ বিশেষ বাদ–প্রতিবাদে জড়ায় না, চুপচাপ মেনে নেওয়াই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শখের বাড়ির প্রতি সদা–সতর্ক সদাশিববাবুর মেজাজ গেল খিঁচড়ে। অতঃপর ব্যাগ–হাতে বাজারে ঘুরলেন বটে কিন্তু বাজারের কোনও মজা কিংবা আকর্ষণ পেলেন না। বাড়িতে বাজারের ব্যাগ নামিয়ে দিয়ে ফের চটি গলাতে দেখে গিন্নী বলে উঠলেন, ও কী, ফের চললে কোথায়, কিছু ফেলে এসেছো নাকি। সদাশিববাবু বললেন, সে সব কিছু নয়। বাইরের পাঁচিল–টায় ওরা ভোটের স্লোগান লিখবে বলে দখলের নোটিস দিয়ে গেছে এর একটা প্রতিবাদ করা দরকার। মোড়ের মাথায় ওদের পার্টি অফিসে যাচ্ছি। ওনার গিন্নী প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ... এসব নিয়ে কি কেউ ঝগড়া করতে যায় আজকাল! শুধুমুদু হাঙ্গামা ডেকে আনা...। গিন্নীর সাবধানবাণীতে কান না দিয়ে সদাশিববাবু বেরিয়ে গেলেন। বড় রাস্তার ধারে পার্টি অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানাতেই, প্রার্থী এগিয়ে এসে ক্ষমা–টমা চেয়ে নিলেন। তারপর এক শাগরেদ–কে ডেকে বললেন, এনার সঙ্গে যাও, ওনার পাঁচিলের কোনও পোস্টার নয়, বুঝেছো।

ঘটনা ২ : গোপীনাথবাবুর বাড়িতে ঢোকার মুখে ওঁদের নিজস্ব পুকুর, লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ঘাট। ঘাটের দু'পাশে পেল্লায় দু–দুটো কোমর–উচ্চতায় বাঁধানো বসার জায়গা। একটু আগে পঞ্চানন তামাক–টিকে দিয়ে সাজিয়ে–গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সমবয়সি বন্ধু শশাঙ্কও হাজির। এবার ভোটে কোন পার্টি আচমকা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে সেই প্রসঙ্গে বেশ রসিয়ে সবে শুরু করেছে, বুঝলে গোপী, গ্রামীণ সড়ক নিয়ে যা কেচ্ছাটা হল, তাতে করে এবারে ওদের ফের জিতে আসা বেশ কঠিন বলেই ...। শশাঙ্ক–কে হঠাৎ চুপ করে যেতে শুনে হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে গোপীনাথ বলল, কার কথা বলছো হে...। গোপীনাথের কথার জবাব না দিয়ে শশাঙ্ক ইশারায় বাঁ–দিকের পথের দিকে ইঙ্গিত করল। ঘুরে বসে গোপীনাথ দেখল খগেন সাঁপুই দলবল নিয়ে হাজির। দেঁতো হাসি নিয়ে হাতজোড় করে বলল, পেন্নাম হই কাকাবাবু। ভোটের প্রচারে বেরিয়েছি, শুনেছেন নিশ্চয়ই, এবারেও ফের টিকিট পেয়েছি। আপনাদের এলাকা ঘুরে হালদার পাড়ার দিকে যাবো। গোপীনাথের মনে হল, একবার বলেই ফ্যালে, তুমি আমার দু–ক্লাশের নীচে ছিলে, তাতে করে আমাকে একেবারে কাকাবাবু–তে প্রমোশন দিয়ে দিলে হে! কিন্তু সেরকম বেয়াড়া কিছু না বলে, দরাজ হেসে বললেন, আরে বোসো বোসো খগেন। প্রচার সে তো হবেই, হতে থাকবে। কিন্তু এই রোদে

রোদে ঘুরে শরীর খারাপ করে বোসো না। শরীরই হল আসল, শরীর ঠিক না থাকলে রাজনীতির খাটাখাটুনি করবে কী করে! ..এই পঞ্চা এদিকে আয়, চটপট সবাইকে ডাব কেটে খাওয়া দিকি বাবা। খগেন–এর শাগরেদ মৃদু আপত্তি করে বলল, না না ব্যস্ত হবেন না কাকা ...এখন ডাব পাড়তে গেলে দেরী হয়ে যাবে, এরপর হালদারপাড়াতে যাবার আছে। তাকে থামিয়ে গোপীনাথ বললেন, আহা হা অসুবিধে কিসের, কাল বিকেলেই দু–কাঁদি পাড়া হয়েছে। অতঃপর পঞ্চা খচাখচ্ করে সাতটি ডাব ভোট–বাবুদের হাতে ধরিয়ে দিল। সদলবলে খগেনরা চলে যাওয়ার পরে শশাঙ্ক ফের মুখ খুলল, ওদের এত খাতির–যত্ন করার কী দরকার ছিল বুঝলাম না। ওরা জানে তুমি অন্য পার্টি কর। যতই দেঁতো হাসি ছড়াক না কেন, এই এলাকার যতেক নষ্টামির নাটের গুরু ওই খগেন। ওদের খাতির.. শশাঙ্ক–কে থামিয়ে গোপীনাথ বললেন, এটা হল সৌজন্য। কেউ তোমার কাছে কেউ যখন কিছু চাইতে আসে তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা খুবই নীচু রুচির পরিচয়। একে বলে ভদ্রতা যেটা অনেকেই আজ ভুলে গেছেন।

ঘটনা ৩ : সাত–সকালেই বিমলবাবুর বাড়ির কলিং বেল বাজল। দরজা খুলতেই দেখা গেল দুই মূর্তিকে। পার্টির জন্য খাটাখাটনি করে, কোথাও হুমকি–ধমকি দেওয়ার দরকার পড়লে ওদের ডাক পড়ে। ওরা এখানে কেন। সেই কথা জিজ্ঞাসা করতেই ওদের একজন পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি সিমেন্ট বালি আনাচ্ছেন...বাড়ি তো কাজ করাচ্ছেন বলুন তো। প্ল্যান স্যাংশান করিয়েছেন। ভিতর থেকে বিমলবাবুর গিন্নী বলে উঠলেন, রান্নাঘরের দেওয়াল ফেটে গেছে, ছাদের টালি থেকে জল পড়ে, তাই দেয়ালটা নতুন করে গেঁথে টিন লাগিয়ে নিচ্ছি। বিমলবাবু বললেন, এর জন্যে প্ল্যান স্যাংশান করার কোনও দরকার তো পড়ে না। অন্য ছেলেটি বলল, রিপেয়ারিং করাচ্ছেন, ভালো কথা, মাল পত্তরগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারতেন। আমরাও তো পাড়ার ছেলে। যাওয়ার আগে বলে গেল কাউন্সিলারের অফিসে একবার দেখা করবেন। বিমলবাবু বললেন, শোন হে.. আমার বাড়ি আমার ইচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো সারাবো, তাতে নাক গলাতে এসো না। আজই আমি কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা করে সব জানাবো। বেশি বাড়াবাড়ি করলে থানাতেও জানিয়ে আসবো।

ঘটনা ৪ : ৩টি দল তাদের দলবল সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে জমকালো মিছিল বের করেছে। একদলে পঁচিশ–তিরিশটি বাইকের সারি, লাঠি হাতে ষণ্ডা চেহারার ছেলেরাও সওয়ার সেই বাইকে। আর এক দলের মিছিলে হুড–খোলা জিপ, দামী দামী এক গুচ্ছ গাড়ি, গেরুয়ার ছড়াছড়ি, আর আর এক দলের মিছিলে কেবলই পায়ে হাঁটা মানুষেরা শামিল। সেখানে লাল পতাকার ছড়াছড়ি। শহরের এত দিকে পথ রয়েছে তবু কোনও অলঙ্ঘ্য কারণে তিনটি পথের গোল চক্কোরে মুখোমুখি তিনটি দলের মিছিল। প্রথম দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে লেগে গেল চড়া সুরে বিতণ্ডা। দুই নেত্রী গাড়ি থেকে নেমে পরস্পরের দিকে ধেয়ে এলো, হাতাহাতি লাগল বুঝি! তৃতীয় দলের লোকেরা ঠায় দাঁড়িয়ে খানিক শ্লোগান দিতে থাকল। এক বিশাল ঝামেলার সূত্রপাতের গন্ধ পেয়ে নানা কাগজ–টিভির রিপোর্টারদের ক্যামেরার ব্যস্ততা বেড়ে গেল। তখন দেখা গেল এক অভুতপূর্ব দৃশ্য – দুই দলের নেত্রীরা পরস্পরকে নমস্কার করে হেসে হেসে কুশল বিনিময় করল, তারপর পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে রাস্তার পাশের দিকে তাদের কর্মী সমর্থকদের সরিয়ে নিয়ে অপর দলকে যাওয়ার পথ করে দিতে বললেন। ৩ নম্বর দলের কর্মীদের স্লোগান ফের চাঙ্গা করে দিল আশেপাশের সবাইকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুশৃঙ্খলভাবে যে যার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘটনা ৫ : কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সভা। গ্রাম–ঝেঁটিয়ে মেয়ে–মদ্দ বাসে–ট্রেনে চেপে কলকাতামুখো। আজ দুপুরে কোলকাতার মিটিনে গেলে দুপুরে একপেট খাবার ছাড়া আর কোন্ রাজ–ঐশ্বর্য পাওয়া যাবে, কেউ তা জানে না তবু যেতে হবে। কেননা প্রশ্ন করতে নেই, কেবল যেতে হয়। সুনীতি বেঁকে বসল। সবে ১২ ক্লাসের পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কলেজে যাবে। সব কিছুতেই প্রশ্ন করে। সেটা অনেকের অপছন্দ। গ্রাম প্রধান গোবর্ধন সর্দার সুনীতির মাকে কদিন আগে বোঝাচ্ছিল, পড়াশুনো করে তোর মেয়েটার মাথা বিগড়ে গেছে, বড় উল্টাপাল্টা কথা। আমরা নাকি কাটমানি খাই। আরে বাবা, এই যে আবাস যোজনা, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী এসব জোগাড় করতে সরকারের কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, সে খবর তো তোরা রাখিস্ না। খরচখরচা বাবদ সামান্য যে টুকু চাওয়া হয়, সেটা তোদের ভালোর জন্যেই। মেয়েকে বোঝা, মাথা ঠাণ্ডা করতে বল। সামনে ভোট। ব্রিগেডের সভায় সব্বাইকে হাজির হতে হবে। যারা যারা যাবে না, তাদের ফর্ম বাতিল, খেয়াল থাকে যেন। এসব কথাগুলোই এতক্ষণ মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল চপলা। কিন্তু সুনীতি বড্ড একগুঁয়ে। কিছুতেই মিটিঙের বাসে চাপল না। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় সুনীতির মায়ের মনে দাপাদাপি শুরু হয়ে যায়।

ওপরের কয়েকটি ঘটনা দেখে আপনার হয়তো মনে হতে পারে, ঠিকই তো। এমন মূল্যবোধের রাজনীতি, সৌজন্যের রাজনীতি–ই তো কাম্য যা বাঙালির সংস্কৃতি, কৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায়। কিন্তু পরিতাপের কথা কি জানেন, ওপরের ঘটনা গুলোর আসল পরিণতি এরকম হয়েছিল পার্টির নির্বাচনী অফিসে সদাশিব–বাবুকে রীতিমতো ধমকে সাবধান করে দেওয়া হল, ভোটের লিখন চিরকাল পাঁচিলেই লেখা হয়ে আসছে, আজ তা চলবে–না বললেই হল!

গোপীনাথকে খগেন সাঁপুই বলল, কাকা আপনার পুরোনো পার্টিকে আর কতদিন আঁকড়ে থাকবেন। ওদের তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমাদের পার্টিতে নাম লেখান, সামনের পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমাদের পার্টি থেকে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।

কাউন্সিলারের অফিসে গিয়েও তাঁর দেখা পেলেন না বিমলবাবু। এরপর থানাতে গিয়ে আরও হেনস্থা হল। থানা থেকে পরামর্শ দেওয়া হল, কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করে একটা রফা করে নিন, এসব ছোটখাটো বিষয়ে এফআইআর করলে পরে হুজ্জুত আরও বাড়বে, আপনি তা সামলে উঠতে পারবেন না মশাই।

চার নম্বর ঘটনায় দুই নেত্রী হ্যাণ্ড মাইক নিয়ে চিৎকার করে পরস্পরকে নোংরা মেয়েছেলে ইত্যাদি অপশব্দ নিয়ে তড়পাতে থাকল। যে সব চাঁছাছোলা বিশেষণ বেরিয়ে আসতে লাগল তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। শুধু কথার লড়াইতে থেমে থাকল না কাজিয়া। সমর্থকেরা লাঠি সোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশও কম যায় না। দু–দিকেই লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেল, মুহূর্তে সেই জায়গা যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিল।

পাঁচ নম্বর ঘটনার দু–দিন পর সুনীতি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরল না। সুনীতির মা পার্টি অফিস আর থানায় কদিন মাথা কুটে ম'লো।

আঁতস কাঁচে

ভরসা রোনাল্ডো
বয়স ৩৯ বছর। এখনও দেশের খেলায় তিনিই ভরসা। এনিয়ে ষষ্ঠ ইউরোতে অংশ নিতে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর নেতৃত্বেই ইউরোর দল ঘোষণা করল পর্তুগাল। ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডো ১৪ গোল করে ইউরোর রেকর্ড গোলদাতা এবং খেলেছেনও সর্বোচ্চ ২৫ ম্যাচ। এই রেকর্ড এবার আরও বাড়বে। ২০১৬ ইউরো চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালকে আরও একবার ট্রফি জেতানোর সুযোগ পাচ্ছেন সিআর সেভেন। তবে দলের বয়স্ক খেলোয়াড় ৪১ বছরের পেপে।

ক্রুসের বিদায়
এবারেই শেষ। দেশের ও রিয়ালের জার্সিতে আর দেখা যাবে না জার্মান তারকা টনি ক্রুসকে। সব ধরণের ফুটবল থেকেই নিচ্ছেন অবসর নিজেই সমাজ মাধ্যমে জানিয়েছেন সে'কথা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলেই রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ক্লাব ফুটবলকে বিদায় জানাবেন ৩৪ বছর বয়সী জার্মান মিডফিল্ডার। ক্রুস লেখেন, 'ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ শেষে আমি খেলোয়াড় জীবনের ইতি টানছি। আমি খুশি ও গর্বিত যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঠিক সময় খুঁজে পেয়েছি। সিদ্ধান্তটা আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। সব সময় আমার লক্ষ্য ছিল, ফর্মে থাকা অবস্থাতেই কেরিয়ারের ইতি টানার।'

মেসি আছেন
লিওনেল মেসির অলিম্পিক খেলা এখনও অনিশ্চিত। তবে কোপা আমেরিকা খেলবেন। তাঁকে রেখেই প্রাথমিক দলও হয়ে গেছে আর্জেন্টিনার। শুধু মেসিই নন, সেইসঙ্গে রয়েছেন দি মারিয়াও। তাঁরও অলিম্পিকে খেলা সংশয়েরই। আপাতত দুই প্রীতি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। ২৯ জনের দল। সেখান থেকে ৩ জনকে বাদ রেখেই কোপার দল তৈরি হবে। কাতার বিশ্বকাপ জেতা ২৬ সদস্যের ২২ জনই এই দলে আছেন। দলে চমক বলতে একটাই, কোচ লিওনেল স্কালোনির তৈরি এদলে নেই রোমা ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালা।

লন্ডনে ধোনি
প্লে অফে নেই চেন্নাই সুপার কিংস। এরপরই চুপ মহেন্দ্র সিং ধোনি। ফিরে গেছেন রাঁচিতে। আর কী তাঁকে দেখা যাবে? সেই জল্পনাই বেড়েছে। চেন্নাই সুপার কিংস অবশ্য একেবারে আশাহত করছে না ধোনি ভক্তদের। তাদের দাবি, আপাতত কয়েকমাস বিশ্রাম নেবেন ধোনি। এরপরই নেবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এরমধ্যে চোট সারাতে লন্ডনে অস্ত্রোপচার করতে যেতে পারেন ধোনি।

উঠে যাচ্ছে নিয়ম
আগামী মরসুমে আইএসএলে আসতে চলেছে বেশ কয়েকটি বদল। এতদিন আইএসএলের দলগুলির জন্য ছিল এশিয়ান কোটা। সেক্ষেত্রে এশিয়া কোটায় ফুটবলার নিতে হত দলগুলিকে। অস্ট্রেলিয়ানদেরও এশিয়া কোটায় রাখা হত। এআইএফএফ এবং এফএসডিএল সূত্রে খবর, আগামী বছর থেকেই এনিয়ম তুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে তাঁরা, ইতিমধ্যেই আইএসএলের সব ক্লাবের কাছে এই মর্মে বার্তাও চলে গেছে তাঁদের পক্ষ থেকে। যদিও এখনও সরকারিভাবে তাঁদের পক্ষ থেকে সব ক্লাবকে জানানো হয়নি।

শীর্ষে রোনাল্ডো
সম্প্রতি ফোর্বস ম্যাগাজিন বিশ্বের সেরা ১০ ক্রীড়াবিদের আয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে ১নম্বর জায়গা দখল করেছেন রোনাল্ডোই। এনিয়ে টানা ৪বার শীর্ষে। মেসি মেজর সকার লিগের সর্বোচ্চ আয়ের তালিকায় থাকা ফুটবলার, যদিও রোনাল্ডোকে টপকাতে পারেননি। বরং একধাপ অবনতি হয়ে ৩ নম্বরে চলে এসেছেন। রোনাল্ডোর আয় যেখানে ২৬ কোটি ডলার, সেখানে মেসির আয় প্রায় অর্দ্ধেক। ১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

১০০ গোলের আক্ষেপ নেই সুনীলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ গোল না হওয়ার আক্ষেপ থেকে শুরু করে দেশের জার্সিতে সবচেয়ে হতাশ মুহূর্ত, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বিদায় নেওয়ার আগে সবকিছু নিয়েই অকপট সুনীল। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ৬ জুনের পর কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে চান। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাববেন। দেশের জার্সিতে ১৫০ ম্যাচে ৭৪ গোল। ১০০ গোলের মাইলস্টোনের আগেই কেন অবসরের সিদ্ধান্ত?

ম্যাচ প্রতি সুনীলের গোলের গড় বলছে, আর মাত্র কয়েকটা ম্যাচ অপেক্ষা করলেই হয়তো গোলের সেঞ্চুরি হয়ে যেত। কিন্তু ভারত অধিনায়ক জানালেন, কোনও ব্যক্তিগত টার্গেট সেট করে এগোন না তিনি। তাই ১০০ গোল না হওয়ার আক্ষেপও নেই। সুনীল বলেন, ১০০ গোল না পাওয়ার কোনও আক্ষেপ নেই। কেরিয়ার শুরুর সময় কোনওদিন এতগুলো গোল করব ভাবিনি। কোনও এজেন্ডা বা স্বপ্ন সেট করে কোনওদিন খেলিনি। দেশের জার্সিতে ১৫০ ম্যাচ খেলতে পেরে আমি গর্বিত। তারওপর সকলের এত ভালবাসা প্রাপ্তি। তাতেই আমি খুশি। আমি জীবনে যা চেয়েছি, তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। তাই ১০০ গোল না করার কোনও আক্ষেপ নেই। ১৯ বছরের বর্ণময় ফুটবলজীবনে অনেক চড়াই-উতরাই গিয়েছে। তারমধ্যে বেশিরভাগই সুখের স্মৃতি। দেশের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ, ৩বার এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জন করা তারমধ্যে অন্যতম। এবার ৬ জুনের দিকে তাকিয়ে। আর সবচেয়ে দুঃখের মুহূর্ত? বিশেষ ভাবতে হল না সুনীলকে। যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল ২০১৫ এশিয়া কাপের যোগ্যতাঅর্জন করতে না পারার সেই স্মৃতি। সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ১-৪ গোলে হার। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও, ভারত অধিনায়কের সুরে সেই আক্ষেপ ধরা দিল। সুনীল বলেন, এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই না করতে পারা দেশের জার্সিতে সবচেয়ে দুঃখের মুহূর্ত। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এখনও সেটা ভাবলে নিজের এবং দলের বাকি প্লেয়ারদের ওপর রাগ হয়। দীর্ঘ ১৯ বছর ভারতীয় ড্রেসিংরুমে কাটিয়েছেন। তারমধ্যে বহু প্লেয়ার, কোচ এসেছেন, গিয়েছেন। ৬ জুনের পর সবচেয়ে বেশি কী মিস করবেন? সুনীল বলেন, আমি জাতীয় দলের সবকিছু মিস করব। তখন যখন বাইচুং, রেনেডির সঙ্গে ড্রেসিংরুমে বসে কথা বলতাম। আর এখন যখন চাংতে, গোগোইদের সঙ্গে কথা বলি। ম্যাচের দিনগুলো। জাতীয় সঙ্গীত। দেশের হয়ে ১৫০টা ম্যাচ খেলেছি আমি। একটা সময় এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। মনে হয় হয়তো এগুলো কোনওদিনই শেষ হবে না। কিন্তু একদিন থামতেই হয়। ভবিষ্যতে কি কোচিংয়ে আসার ইচ্ছা রয়েছে? আপাতত সেই দরজা নিজেই বন্ধ করে দেন সুনীল। তবে জানান, নিজেকে আরও উন্নত করার জন্য কোচিং লাইসেন্স করে রাখতে চান। সুনীল বলেন, আপাতত কোচিংয়ে আসার কোনও ইচ্ছে নেই। যদিও ৪০ বছর বয়সে এসে আমি শিখেছি, কোনও কিছুতেই না বলতে নেই। তবে নিজের শিক্ষার জন্য আমি কোচিং লাইসেন্স করে রাখতে চাই। সেটা কোনও দলকে কোচিং করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আমি শিখতে চাই। ম্যানেজমেন্ট কোর্সও করেছি। আমি সকাল ছ'টায় উঠি, রাত দশটায় ঘুমোই। এত বছর ধরে টানা এইভাবে চালিয়েছি। আমি আর চাপ নিতে চাই না। আমি অনেক হ্যান্ডসাম কোচকে দেখেছি এক বছরের কোচিংয়ে কীভাবে তাঁদের চুল পড়ে যায়। আমি নিজের চুল এবং ঘুম নষ্ট করতে চাই না। সবচেয়ে সুদর্শন ফুটবলার হিসেবে মানুষের মনে থেকে যেতে চাই। কোচিং মোটেই সহজ নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের কোচদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেড়েছে। তাঁদের আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। জানি ৩০ জন প্লেয়ার সামলানো কতটা চাপ। কোচ হওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও ভবিষ্যতে ফুটবল প্রশাসনে আসার ইচ্ছা রয়েছে সুনীলের। তবে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চান না। কোনও দায়িত্ব নেওয়ার আগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করেই আসতে চান।

এই প্রসঙ্গে সুনীল বলেন, এই মুহূর্তে আমি কিছু নিয়েই ভাবতে চাই না। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। তবে ভবিষ্যতে প্রশাসনে আসতেই পারি। ফুটবল আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, সেটা ফিরিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। তবে যাই করি না কেন, সেই বিষয়ে আগে নিজেকে শিক্ষিত করতে চাই। কিছু না জেনে, বুঝে দায়িত্ব নিতে চাই না। ভাল ফুটবল খেলি মানেই এই নয় যে বাকি জিনিসেও আমি ভাল। তাই সময় নিয়ে ভাবতে চাই। অবসর ঘোষণা করলেও, তার একমাস আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তাই অবসরের আগের রাতটা কঠিন ছিল না। তবে সেই কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে সাহায্য করেন বিরাট কোহলি। সুনীল জানান, মনস্থির করার পর বিরাটকে নিজের সিদ্ধান্ত জানান। কারণ তিনি জানতেন, কোহলিই তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝবে। কিন্তু মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ায় অপেক্ষা করতে হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরই নিজের সিদ্ধান্ত জানান। তবে সুনীলের দাবি, অবসরের সঙ্গে কলকাতায় শেষ ম্যাচ খেলার কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণটাই কাকতালীয়।

কলকাতা লিগের আগে 'অক্সিজেন' পেল আইএফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা লিগের আগে কর্পোরেট স্পনসর পেল আইএফএ। রাজ্যের ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে ৩ বছরের জন্য গাঁটছড়া বাঁধল শ্রাচী স্পোর্টস। চুক্তির মোট অঙ্ক সাড়ে সাত কোটি টাকা। প্রতি বছর আড়াই কোটি করে দেবে শ্রাচী গ্রুপ। আইএফএর সঙ্গে মিলে যৌথভাবে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড এবং কলকাতা ফুটসল লিগ আয়োজন করবে তাঁরা। স্পনসরশিপ থেকে শুরু করে সম্প্রচার স্বত্ব, ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় দেখবে শ্রাচী। শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলবন্ধন হল আইএফএ এবং শ্রাচী গ্রুপের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই সংস্থার কর্তারা। আইএফএ'র পক্ষ থেকে ছিলেন সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত। ছিলেন শ্রাচী স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি, চেয়ারম্যান তমাল ঘোষাল প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন আইএফএ এবং শ্রাচী স্পোর্টসের বাকি কর্তারা। আগামী ৩ বছর একসঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার নিলেন ২ সংস্থার কর্তারা। আইএফএ'র হাতে প্রাথমিকভাবে ১১ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। রাহুল টোডি জানান, পরিকাঠামো গত দিক থেকে আইএফএকে সাহায্য করবে তাঁরা। এছাড়াও গ্রাসরুট লেভেলে জোর দিতে চায় শ্রাচী। আইএফএ'র সঙ্গে মিলে কোচিং প্রোগ্রাম করতে চায় তাঁরা। কোচদের উন্নতির লক্ষ্যে, বিদেশ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্য কোচদের নিয়ে এসে বিশেষ ট্রেনিং কর্মসূচিও নেওয়া হবে। রাহুল টোডি জানান, বাংলার ফুটবলে আজ থেকে নবজাগরণ ঘটেছে। আইএফএর মতো শতাব্দীপ্রাচীন সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, আইএফএকে পরবর্তী পর্যায় নিয়ে যেতে কর্পোরেটের সাহায্য প্রয়োজন। আর্থিকভাবে সংস্থাকে সচ্ছল রাখতে হবে। শ্রাচী স্পোর্টস যেভাবে ভাবছে, ওদের সঙ্গে মিলে বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। অর্থের যোগান থাকলে আবার বাংলার ফুটবল ভারতীয় ফুটবলের সাপ্লাই লাইন হতে পারবে। সেটার জন্য পেশাদার অ্যাকাডেমি এবং গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট দরকার। ২৫ জুন শুরু হবে কলকাতা লিগ। জুলাইয়ে ডার্বি করার পরিকল্পনা রয়েছে। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফ্লাডলাইটে করা হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিগ শেষ করার চেষ্টা করবে আইএফএ। আগের বছর কলকাতা লিগ টিভিতে সম্প্রচার করা হয়নি। ওটিটিতে দেখানো হয়েছিল। এবারও তেমনই ইঙ্গিত দিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তবে বিষয়টি দেখছে শ্রাচী গ্রুপ। বাংলার ক্রীড়াজগতে অবদান রাখতে চায় তাঁরা। শ্রাচীর আবাসিক ট্রেনিং অ্যাকাডেমি আছে। ২০০০ ছাত্রছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা আছে সেখানে। ক্রিকেটে গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা সন্দীপ পাতিল, টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ, ফুটবলে ভাস্কর গাঙ্গুলি। এদিন তিনিও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সরদিন্দু মুখার্জি, অব্দুল মোনায়েমের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে।

আইপিএল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক মাস অপেক্ষা করবেন ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের বিদায়ের পর এখন একটাই প্রশ্ন, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আর দেখা যাবে তো? রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে সে ম্যাচে ২৭ রানে হেরেছে চেন্নাই। অনেকেই ভেবে নিয়েছেন, আইপিএলে এটাই হয়ে গেল ৪২ বছর বয়সী ধোনির শেষ ম্যাচ। হারের পর ধোনির হতাশাক্লিষ্ট মুখ দেখে কেউ কেউ হয়তো ভেবে নিয়েছেন, বিদায়ের যন্ত্রণাটা ভালোই ভোগাচ্ছে ভারতের কিংবদন্তিকে। সেই বিদায়টা চেন্নাইয়ের, তবে আইপিএল থেকে ধোনির বিদায়টা সম্ভবত এখনই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। চেন্নাইয়ের কর্মকর্তা বলেছেন, 'ধোনি চেন্নাইয়ের কাউকে বলেনি, তার এটাই শেষ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে কয়েক মাস অপেক্ষা করবে বলে জানিয়েছে ম্যানেজমেন্টকে।' চেন্নাই আশা করছে, তাদের ঘরের মাঠে চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আইপিএলে নিজের শেষ ম্যাচটা খেলবেন ধোনি। বয়স হয়ে গেলেও ফিটনেস এখনো বেশ ভালোই ভারতের প্রাক্তন এই অধিনায়কের। এই তো বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে শেষ ম্যাচেও প্রায় ২০০ স্ট্রাইক রেটে ২৫ রান করেছেন। দৌড়ে দ্রুত রান নিতেও হাঁপিয়ে উঠছেন না। সূত্র বলেছে, 'সে দৌড়ে রান নিতে অস্বস্তিবোধ করছে না এবং সেটা আশার কথা।' আগামী বছর আইপিএলের নিলামে দলগুলোকে পাঁচজন করে খেলোয়াড় ধরে রাখার সুযোগ দেওয়া হতে পারে। রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, মাথিশা পাথিরানা ও রবীন্দ্র জাদেজাকে চেন্নাইয়ের ধরে রাখা মোটামুটি নিশ্চিত। পাঁচজনের মধ্যে শেষ খেলোয়াড়টি ধোনির হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আইপিএল প্লে-অফ না বিশ্বকাপ প্রস্তুতি, প্রাক্তনরা বিভক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বাস নেওয়ার মতও যেন সময় নেই। ভারতীয় খেলোয়াড়দের জন্যে বেশ কঠিন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বটে। আইপিএল শেষ হতে না হতেই নেমে পড়তে হবে বিশ্বকাপ লড়াইয়ে। এমন সময়সূচি নিয়ে তাই বিভক্ত ভারতীয় ক্রিকেট মহল। হরভজন সিং মনে করেন প্রস্তুতির ঘাটতি থেকে যাবে। অন্যদিকে, অনিল কুম্বলের মত পর্যাপ্ত প্রস্তুত হয়েই বিশ্বকাপ খেলতে নামবে ভারত। বরাবরের মতই ভারত এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার। তাইতো দলটাকে ঘিরে পুরো ক্রিকেট দুনিয়াতে থাকে বাড়তি চর্চা। খোদ ভারতীয় প্রাক্তন ক্রিকেটারদেরও দলকে নিয়ে প্রায়শই দুশ্চিন্তা করতে দেখা যায়। এবারে বিশ্বকাপের আগে স্বল্প প্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে তেমন বিরোধ ছড়িয়েছে।১ জুন মাঠে গড়াবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। সেদিনই বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি মাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপরই মূল লড়াইয়ে নেমে পড়বে রোহিত শর্মার দল। অন্যদিকে আইপিএল শেষ হবে মে মাসের ২৬ তারিখ। ফাইনালে খেলা ভারত দলের খেলোয়াড়দের হাতে সময় থাকবে স্রেফ ৫ দিন। এই ৫ দিনের মধ্যে পৌঁছোতে হবে সুদূর মার্কিন মুলুকে। এরপর বিশ্রাম নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে ওয়ার্মআপ ম্যাচের জন্যে। মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার খুব বেশি সময় পাবেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তাইতো বেজায় চটেছেন হরভজন সিং।

হরভরজন বলেন, 'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি তাদের (ভারত) জন্য ৪-৫টি খেলা থাকলে ভাল হত, যুক্তরাষ্ট্রে ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মতো শীর্ষ দলের বিরুদ্ধে খেলে কন্ডিশনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠা প্রয়োজন। কিন্তু সেটা হচ্ছে বলে মনে হয় না।' তিনি বিসিসিআইকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনি যখন বিশ্বকাপ বা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের-র মতো টুর্নামেন্ট খেলছেন, তখন দলের সদস্যদের একসঙ্গে ১০-১৫ দিন খেলতে হবে, তবেই তা ভাল হবে।' হরভজন তাই সন্তুষ্ট নন এমন কঠিন সময়সূচি নিয়ে। কিন্তু হরভজনের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে দেখা গেছে আরেক কিংবদন্তি অনিল কুম্বলেকে। তিনি মনে করেন আইপিএলের থেকে ভাল প্রস্তুতির মঞ্চ আর হতে পারে না। তিনি বলেন, 'এতে কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি না। আইপিএলে খেলার চেয়ে আপনি বিশ্বকাপের জন্য ভালো প্রস্তুতির মঞ্চ পেতে পারেন না যেখানে আপনি ১৪টি বা ১৫ বা ১৭টি ম্যাচ খেলেছেন। সুতরাং, এই অর্থে, আপনি যে কোনও পরিস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টে সত্যিই ভাল প্রস্তুতি নিয়েছেন।

সুতরাং, বিশ্বকাপে আপনার খেলা কোথায় যাচ্ছে তা বোঝার একটি ভাল উপায় আইপিএল।' এখন শেষ অবধি দেখার পালা। আইপিএল সত্যিকার অর্থেই বিশ্ব জয়ের প্রস্তুতির যোগ্য মঞ্চ কি-না, সেটা সময় গড়ালেই জানা যাবে। সময়ের কাছেই রয়েছে সব প্রশ্নের উত্তর।

জেলায় জেলায় টক্কর

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে খেলাধূলা। আর তাই গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখতে ও নতুন প্রজন্মের কাছে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে পরিচিত করার লক্ষ্যেই জয়নগরের উওর দুর্গাপুর অঞ্চলের শসাপাড়া বালক সংঘের পরিচালনায় বিরাট ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২১ মে সকালে। এদিন শসাপাড়ার মাঠে এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি, উপপ্রধান সাইফুল লস্কর সহ আরো অনেকে । এই তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে মাঠের চারপাশে কয়েকশো দর্শকের সমাগম ঘটে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠে।জানা যায়, কুলপি, ক্যানিং, জয়নগর রায়দীঘি, কুলতলি, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, ঢোলা, লক্ষীকান্তপুর, মগরাহাট,পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২০টি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। প্রথম পুরস্কার ৭০০১ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০০১ টাকা তৃতীয় পুরস্কার ৩০০১ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। ঘোড়া দৌড় দেখতে আসা আলমগীর হালদার ও ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজক চিত্তরঞ্জন মণ্ডল বলেন, ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে খুবই ভালো লাগছে, বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের এলাকায় এমন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যা গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এদিন এই খেলা দেখতে বিভিন্ন বয়সের হাজারো নারী পুরুষ দর্শকের উপস্থিতিতে আমরা খুশি। এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে মনে পড়ে গেল। তবে এমন আয়োজন প্রতিবছরেই করা হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ঘোড়ার মালিকরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, এবং শারীরিক অবস্থা যতদিন ভালো থাকবে ততদিন আমরা ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেব। আর জয়নগরের এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অশান্তি এড়াতে বহু পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল।

ডায়মন্ডহারবারে জেলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ক্যারাটে শিখে রাখার প্রয়োজন। সেই তাগিদে বহু অভিভাবকেরা বর্তমানে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ক্যারাটে প্রশিক্ষণে ভর্তি করাচ্ছে। এই প্রথম ডায়মন্ড হারবারে দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অয়োজিত হল। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাঠে গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুদিন ধরে এই প্রতিযোগিতা হয়। যেখান থেকে ৬৫ জন রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এতদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ট্রেনিং সেন্টারে এই ক্যারাটে শেখানো হত। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতো। তবে এবার একত্রিতভাবে তাঁর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় জেলার ৫ টি মহকুমা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নিয়েছিল। তাঁরমধ্যে আলিপুর সদর মহকুমা থেকে ২০ জন, বারুইপুর মহকুমা থেকে ১৩০ জন, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা থেকে ৮৫ জন, ক্যানিং মহকুমা থেকে ৭১ জন, কাকদ্বীপ মহকুমা থেকে ৬৫ জন,সব মিলিয়ে মোট ৩৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিয়েছিল এই জেলা স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ৬৫ জন আগামী দিনে যাদবপুরে রাজ্যস্তরে খেলতে যাবে। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কুল গেমসের সেক্রেটারি শুভেন্দু ঘোষ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। আর এ বিষয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিজয় প্রামাণিক বলেন, জেলার সব মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে এই প্রথম এত বড় ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী দিনে ও এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন আবার করা হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com